CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 April, 2024 ■ আগরতলা ২ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১৯ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করবুকে নির্বাচনী সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী

সিপিএম বিদ্বেষের রাজনীতি করে ২৫ বছর সরকার চালিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। সিপিএম জাতি জনজাতিদের মধ্যে বিদ্বেষের রাজনীতি করে ২৫ বছর শাসনকার্য চালিয়েছে। আজ পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের করবুকে নির্বাচনী জনসমাবেশে সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

তাঁর কথায়, মোদীর প্রতি এই বিপুল জনসমর্থন ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ের বার্তাকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বিজেপি জনসম্মুখে গিয়েছে। সরকারি প্রকল্প থেকে যাতে সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রসাদ তথা পেঁড়া গতকাল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জনজাতি মায়েদের পরিধান 'রিগনাই/পাছরা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাজ্যের জাতি-জনজাতি সহ সকল ধর্মপ্রাণ জনগনের কাছে এটি অত্যন্তগর্বের বিষয়। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিবাদমুক্ত ত্রিপুরার দিকে আরও এককদম এগিয়েছে। ত্রিপুরাতে আইন-শৃঙ্খলা জনিত পরিবেশের প্রভূত উন্নতি ঘটে চলেছে,মানুষ এখানে শান্তিতে রয়েছে। দেশের মধ্যে ত্রিপুরা আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় আগে জাতপাত নিয়ে রাজনীতি হয়েছে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন দেশে চারটি জাত রয়েছে। সেটি হল, নারী, যুবক, কৃষক এবং দারিদ্র্য। তাঁদের উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন হবে. বিজেপি সরকার সেই দিশায় কাজ করছে। তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম- কংগ্রেস নিজের জোটে লজ্জা পায়। তাই তারা ইন্ডি জোটের নাম দিয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়এখন সিপিএমের কার্যালয় থেকে কংগ্রেসের এবং কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে সিপিমের পতাকা বের হয়। কারণ তারা বোঝে গেছে পায়ের নিচের মাটি সরে গিয়েছে।

ভোটের আগে কংগ্রেসের স্বস্তি

আয়কর মামলায় আপাতত রেহাই

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি. স.)।। লোকসভা ভোট পর্যন্ত খানিক স্বস্তি কংগ্রেসের। ভোট পর্যন্ত আয়কর বিভাগের ধরানো নোটিশের প্রেক্ষিতে বিপুল অঙ্কের টাকা মেটানোর চিন্তা দূর হল। লোকসভা ভোট পর্যন্ত কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনও টাকা আদায় করা হবে না বলে জানালো আয়কর বিভাগ। আয়কর বিভাগের নোটিসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আবেদনের উপর সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। শুনানির সময় আয়কর বিভাগ আশ্বস্ত করে যে আপাতত এ বিষয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এরপর সব পক্ষের কথা শুনে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে শুনানি ২৪ জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়।

আয়কর দফতরের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে বলেন, ''কংগ্রেসের কাছ থেকে টাকা আদায়ে লোকসভার আগে কোনও পদক্ষেপ করবে না আয়কর দফতর। ভোটের আগে যাতে কোনও রাজনৈতিক দলের সমস্যা না হয় সেকথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।''কংগ্রেস শনিবারই ঘোষণা করেছে শুক্রবার প্রায় ১৭০০ কোটি টাকার আয়কর নোটিস পেয়েছে। ২০১৪-'১৫ এবং ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের জন্য ১,৭৪৫ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে। এর আগে ১৯৯৪-'৯৫, ২০১৭-'১৮ থেকে ২০২০-'২১ অর্থবর্ষের জন্য আয়কর নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সেই অঙ্কটা ছিল প্রায় ১৮০০ কোটি। ফলে সব মিলিয়ে মোট ৩,৫৬৭ কোটি টাকা জরিমানা দিতে বলা হয়েছে কংগ্রেসকে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর বিভাগকে অপব্যবহার করে কংগ্রেসকে আর্থিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা করছে লোকসভা নির্বাচনের আগে। এরপরই আজ আয়কর বিভাগ সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, '২৪ জুলাই পর্যন্ত আয়কর মামলায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না'।

তিহার জেলে কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.)।। *এবার নতুন ঠিকানা হতে চলেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। তিহার কারাগারের ২ নম্বর জেলে থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল, সেখানে এএপি প্রধান একাই থাকবেন। কিছু দিন আগেই আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংকে জেল নম্বর ৫-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সোমবার তিহার জেল সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।*

আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। জেল হেফাজত হওয়ায় এবার কেজরিওয়ালের নতুন ঠিকানা তিহার জেল।

রামনগরের সভায় বিপ্লবের কটাক্ষ

শ্রীদাম পালের খুনীরা কংগ্রেস ছিল, তাঁর স্ত্রী ঝর্নাদি হাত চিহ্নে ভোট দেবেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ ঝর্ণাদাস পাল বৈদ্যের স্বামী শ্রীদাম পাল সহ ১৪ জনকে বীরচন্দ্র মনুতে যারা খুন করেছিল তারা কংগ্রেস ছিল। এখন ঝর্ণা দিদি হাত চিহ্নে ভোট দেবেন। আজ রামনগরে নির্বাচনী জনসভায় একথা বললেন পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরাতে কংগ্রেস ও সিপিমের কারণের বহু মানুষ খুন হয়েছে। জোট আমলে বহু সিপিমের কর্মী খুন হয়েছে তেমনি সিপিমের আমলে বহু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছে। আজ ত্রিপুরায় সেই কংগ্রেসও সিপিএমের মিতালি হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, সিপিএম ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছিল একমাত্র যারা হাত চিহ্নের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তা নাহলে কবেই ত্রিপুরায় সিপিএমের জামানা জব্দ হয়ে যেত। কারণ, ত্রিপুরায় সিপিএম এমন কোনো কাজ করেনি যে তারা ২৫ বছর শাসনকাল থাকবে।

তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরার ৪ বারের মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার কমিউনিস্ট করে এসেছেন। যাঁরা সারা জীবন ধরে কাস্তি হাতুড়িতে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা কিভাবে এখন হাত চিহ্নে ভোট দেবেন। তাদের এর চেয়ে দুর্দিন আর কি হতে পারে। আমার বিশ্বাস মানিক সরকার হাত চিহ্নে ভোট দিতে যাবেন না। যদি হাত চিহ্নে ভোট দিতে যান তাহলে ত্রিপুরাবাসীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাঁকে।

বিজেপি -র কাছে আগে থেকেই দুই রতন রয়েছে। আর রতনের দরকার নেই।সিপিআইএম প্রার্থী রতন দাসকে তীব্র আক্রমণ করে এই কথা বললেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের নির্বাচনী জনসভা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদেরও ভোট চাইলেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন ২০১৮

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিতেন্দ্রের চিঠির জবাবে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর

টিএসআর জওয়ানরা পরিষেবা ভোটার হিসাবে ভোট দিতে পারবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। রাজ্যের বাইরে দায়িত্বে থাকা টিএসআর জওয়ানরা পরিষেবা ভোটার হিসাবে ভোট দিতে পারবেন। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর চিঠির জবাবে আজ রাজ্য নির্বাচনী কার্যালয় থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের বাইরে দায়িত্বরত টিএসআর জওয়ানদের ভোটাধিকারের উদ্যোগ নিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সিইসি এবং রাজ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে চিঠি প্রদান করেছিলেন। আজ রাজ্য নির্বাচনী কার্যালয় থেকে এক বিবৃতি জারি করেছেন।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বাইরে পোস্ট করা টিএসআর জওয়ানরা পরিষেবা ভোটার হিসাবে ভোট দিতে সক্ষম হবেন।

বিলোনীয়ায় আশীষের নির্বাচনী প্রচারে বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ এপ্রিল ।। শাসক বিজেপি দলের সাথে টক্কর দিতে নির্বাচনী ময়দানে ইন্ডিয়া ব্লকের মনোনীত প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা।বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র জমি নাহি দেব , এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দাপিয়ে চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থী। ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে বিজেপি,আইপিএফটি ও তিপ্রা মথা দলের জোট প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এই দিকে নির্বাচনী লড়াইয়ে বিপ্লব কুমার দেবকে পরাস্ত করতে অবিজেপি নেতাকর্মীরা নেমে পড়েছে মাঠে ঘাটে। ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীর সমর্থনে ভোটারদের কাছে গিয়ে, ভোটের আবেদন করতেও দেখা গিয়েছে বামপন্থী সহ কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের। ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীর সমর্থনে বাম কংগ্রেস একসাথে নির্বাচনী প্রচারের মিছিল মিটিং সভা চলছে বিলোনিয়া জুড়ে। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী প্রচারে নেমে ভোটের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের সময়

তাপ প্রবাহের সতর্ককর্তা

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি. স.) ।। *এবারে দীর্ঘতম তাপপ্রবাহের মরশুম আসতে চলেছে মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। আইএমডি---র ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র সোমবার জানিয়েছেন, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।*

আবহাওয়া দফতর সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, তাপপ্রবাহ চলকালীন একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বয়স্ক ও শিশুরা যেন কোনওভাবেই বাড়ির বাইরে বের না হন।

প্রসঙ্গত, শীঘ্রই শুরু হয়ে যাচ্ছে লোকসভা ভোট। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী তাপপ্রবাহের মধ্যেই ভোট দিতে যেতে হবে আমজনতাকে।

গাঁজা পাচারকালে জালে ৫ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে যুদ্ধ জারি রেখেছে ত্রিপুরা পুলিশ। কিন্তু নেশাসামগ্রী পাচার পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। পাচারকারীরা নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করে নেশা সামগ্রী পাচার করছে। এরই মধ্যে বহি:রাজ্যে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে আটক পাঁচ যুবক।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে চুড়াইবাড়িতে নাকা চেকিংয়ের সময় পুলিশ একটি সন্দেহভাজন গাড়িতে আটক করে। ধর্মনগর থেকে করিমগঞ্জের দিকে এএস০১এফসি ২৫৩৫ নম্বরের একটি ছোট বাস যাচ্ছিল। তখন চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে থাকা পুলিশ সন্দেহভাজন গাড়িটি আটক করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সুভাষ কুমার ও রাখব নামে দুইজন যুবককে আটক করে। তাদের কাছ থেকে ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৯০ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। এয়ারপোর্ট থানার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানা এবং ভাগলপুর বিওপি''র যৌথ অভিযানে ৩৯০ বোতল ফেনসিডিল সমেত আটক ভাগলপুর এলাকার কুখ্যাত নেশা কারবারি দুলাল সরকার। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন এস ডি পি ও এনসিসি সুব্রত বর্মন, এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডল, ভাগলপুর বিওপি''র ইনচার্জ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বিএসএফ এর জওয়ানরা।

সোমবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইসনের তান্ডবে আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। বক্সনগর কাঠালিয়া ব্লক এলাকার অন্তর্গত উত্তর এবং দক্ষিণ মহেশপুর পঞ্চায়েত এলাকায় দিশেহারা এক বাইসনের তান্ডবে আহত হয়েছে এক জনজাতি মহিলা। বর্তমানে তাঁকে কাঠালিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন আগে একাধিক বাইসন তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের সীমানা অতিক্রম করে লোকালয়ে এসে পড়েছে। কাঠালিয়া উত্তর মহেশপুর গ্রামের মানুষের বাড়ির আশেপাশে ছোটাছুটি করছে। দলছুট বাইসনের আতঙ্কে গৃহবন্দি এলাকাবাসী। বনদপ্তরের কর্মীরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছেন।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, লারকি সংগ্রহ করে বাড়িতে ফেরার পথে বাইসনের আক্রমণে গুরুতর আহত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকৃতি বিরূপ হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে জুমিয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। জুমিয়া পরিবার গুলির আর্থিক উপার্জনে বেঁচে থাকার পথ জুম চাষ। আর জুমের ফসল ভালো হলে আর্থিক অনটন কিছুটা কম হলেই তারা খুশি। তবে জুমের ফলন ভাল হলে সংসার চালানো কষ্টকর হয় না জুমিয়া পরিবার গুলির। জঙ্গলের বিভিন্ন সবজির উপর নির্ভর করে সংসার প্রতিপালন করতে হয়।

এদিকে ,গতবছর জুম চাষ আশানুরূপ হয়নি। ফলে কচুতেই ভরসা জুমিয়া পরিবার গুলি।তাই জংগলের কচু তথা মায়ুং ইয়াফা সংগ্রহ করে থাফাফুরুং বানিয়ে বিক্রি করে সংসার প্রতিপালনে ব্যস্ত একাধিক জুমিয়ারা। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুংগিয়াকামি ব্লকের অধীন আঠারোমুড়া এডি সি ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত ৪৭ মাইল এলাকায় বসবাসরত গিরিবাসির আয় উপার্জনের মাধ্যম হল জুম চাষ। প্রতি বছরের ন্যায় গতবছরও জুমের চাষ করে তারা। কিন্তু ফলন ভাল হয় নি বলে খুবই কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করতে হয়েছে। ফলে আর্থিক ভাবে সমস্যার জর্জরিত হয়ে পরে জুমিয়ারা। সংসার প্রতিপালনের জন্য বাধ্য হয়ে বিকল্প আয়ের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে তারা। কোন ধরনের উপায় না পেয়ে পাহাড়ের জংগল থেকে কচু তথা মায়ুং ইয়াফাকেই ভর করে উনারা।

এক জুমিয়া পরিবার জানায় জংগল থেকে কচু সংগ্রহ করে তা জাতাকলে পিষে মোচা তথা থাপা ফুরুং বানিয়ে, সেই মোচাকে আবার বাতাসা আকৃতি করে বাজারে বিক্রি করছে। আঠারোমুড়া পাহাড়ের আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে কিংবা মুঙ্গিয়াকামী ও তেলিয়ামুড়া বাজারে বিক্রি করে উপার্জন করছেন বলেও জানায় জুমিয়া কলংকিনি রিয়াং ও ক্ষুদিরাম রিয়াং। প্রতি কিলো ১০০ টাকায় বিক্রি হলেও পর্যাপ্ত পরিমানে হয়না। কিন্তু সংসার প্রতিপালন করার তাগিদে তা করতে হচ্ছে।গত বছর জুম ভাল হয় নি। ফলে আর্থিক ভাবে সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে জুমিয়া পরিবার গুলো। ফলে অন্যের রাবারবাগান বা অন্য বাড়িতে কাজ করতে হচ্ছে। অন্যান্য বছরে জুমের চাল কোমড়, তিল, মিস্টি কোমড় ইত্যাদি চাষ করে সংসার প্রতিপালন হয়ে যেত। কিন্তু গত বছর প্রকৃতি বিরুপ হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে জুমিয়া পরিবার গুলো। সরকারি ভাবে সাহায্য সহযোগিতা পেলে এই সমস্যা থেকে কিছুটা নিস্তার পাবে বলেও আশা ব্যক্ত করে জুমিয়া পরিবারের সদস্যরা।

প্রসাশনিক সহায়তার আশ্বাস

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। কমলাসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে এমনটাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, রবিবার সকালে কালবৈশাখীর ঝড়ে বিভিন্ন মহকুমার পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত লেম্বুতলী, চাম্পামুরা সহ কিছু এলাকায়। ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয় মানুষের বাড়ি ঘর সহ রাবার বাগান। ক্ষতি হয়েছে কৃষিজ ফসল। সোমবার সকাল দশটা

নাগাদ লেম্বুতলী এলাকায় কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির সাথে দেখা করতে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব,বিশালগড় মহকুমা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১৭৩ ◘ ২ এপ্রিল ২০২৪ ইং ◘ ১৯ চৈত্র ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মরার উপর খাড়ার ঘা

একেই বলে মরার উপর খাড়ার ঘা। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মানুষ যখন মরিবার উপক্রম ঠিক সেই সময়ে ঔষধ পত্রের দাম বাড়াইয়া মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ধাবিত করা হইতেছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে মানুষের বাঁচিয়ে থাকিবার মৌলিক অধিকার হরণ করিবার এই ধরনের প্রচেষ্টা খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। রাজনৈতিক দলগুলির ভুলের মাশুল গুনতে হইতেছে সাধারণ মানুষকে। নির্বাচনী তহবিল বাড়াইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া মানুষকে এই বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। জরুরি ওষুধের দাম বাড়িয়াছে। ১ এপ্রিল থেকেই বেশ কিছু অতি প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক, পেইনকিলার-সহ প্রায় ৮০০টি ওষুধের দাম বাড়িয়াছে। এমনই জানাল জাতীয় ওষুধ মূল্য নির্ধারণকারী সংস্থা ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথোরিটি (এনপিপিএ)। পাইকারি মূল্যসূচকের বিচার করিয়া ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা প্রতিবছরই এই দাম বাড়ায়।দিনকয়েক আগেই ফার্মা সংস্থাগুলি শাসকদল বিজেপির নির্বাচনী বন্ডে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা দিয়াছে বলিয়া জানা যায়। রাজনৈতিক মহলের দাবি, সেই বিপুল টাকা তুলিতে ওষুধের দাম বাড়ানোর সুযোগ যে করিয়া দেওয়া হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। জরুরি ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধের দাম ০.০০৫৫ শতাংশ বাড়িয়াছে। প্যারাসিটামল, অ্যাজিথ্রোমাইসিন-সহ বেশ কিছু স্টেরয়েড, ভিটামিন, মিনারেল জাতীয় ওষুধের দাম বাড়িয়াছে।

গত বছরেই বহু ওষুধের দাম অন্তত ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২০২২ সালে দাম বাড়িয়াছিল ১০ শতাংশ। একটি এনজিও কর্তার দাবি, এবছর ওষুধের দাম তুলনামূলক কম বৃদ্ধি পাইয়াছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হইবে। যদিও বাস্তবে যে মোটেই এমন হইতেছে না তাহা সাম্প্রতিককালে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্লাড সুগার, প্রেশার, জ্বরের ওষুধের দাম অন্তত ১৫ শতাংশ বাড়িয়া যাওয়াতেই স্পষ্ট। ওষুধের দাম বাড়াইয়া অসুস্থের পরিবারকে কার্যত কপর্দকহীন করিয়া দেওয়া নিয়া ফার্মা কোম্পানি ও কেন্দ্রের উপর স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্তর ক্ষোভ বাড়িয়াছে। এইভাবে জরুরী ঔষধপত্রের দাম বাড়িতে থাকিলে বুড়ি বংশের মানুষ কিভাবে বাঁচিয়া থাকিবে সেটাই বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

রাত জেগে জলপাইগুড়ির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্রীর, দুঃখপ্রকাশ রাজ্যপাল বোসের

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল (হি.স.): কালবৈশাখীর ঝড়ে লন্ডভন্ড অবস্থা জলপাইগুড়িতে। রবিবার অনেক রাত অবধি জেগে জলপাইগুড়ির পরিস্থিতি ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গেও কথা বলেন। জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ির যে যে এলাকা রবিবারের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে সব জায়গায় রাতেই গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিজে খতিয়ে দেখেছেন। সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী হোটেলে ফেরেন ভোররাত আড়াইটে নাগাদ।

এদিকে, জলপাইগুড়িতে ঝড়ে প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সোমবার সকালে রাজ্যপাল বলেছেন, 'জলপাইগুড়িতে ঝড়ে প্রাণহানি ঘটেছে। অনেকে আহত। আমি উদ্বিগ্ন। সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সকলে একসঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজ করছেন। আমি ওখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব, মানুষের সঙ্গে কথা বলব। যা যা করা সম্ভব, করব।" উল্লেখ্য, রবিবারের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। বহু গাছ উপড়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য বাড়ি।

তীব্র গরমে দুর্বিষহ পরিস্থিতি তিলোত্তমায়, দক্ষিণবঙ্গে ওষ্ঠাগত জনজীবন

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.): তীব্র ও ভ্যাপসা গরমে দুর্বিষহ পরিস্থিতি তিলোত্তমায়, কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে দাবদাহে প্রাণ ওষ্ঠাগত। স্বাভাবিক জনজীবনও বিপর্যস্ত। দক্ষিণবঙ্গজুড়ে তাপমাত্রার পারদ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গে আরও বাড়বে গরম, ঊর্ধ্বমুখী থাকবে তাপমাত্রার পারদ। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, চড়বে তাপমাত্রার পারদ। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অবশ্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে বলে মনে করছেন আবহবিদেরা। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়া, পানাগড়ের মতো এলাকায় ৩৭ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে তাপমাত্রা।

মধ্যপ্রদেশে ফের ভাঙন কংগ্রেসে, মোহন যাদবের হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে সামিল বিক্রম আহাকে

ভোপাল, ১ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের ভাঙন ধরল কংগ্রেসে। এবার গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন কংগ্রেস নেতা বিক্রম আহাকে, সোমবার সকালে ভোপালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ও মধ্যপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি ভি ডি শর্মার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বিক্রম আহাকে। উত্তরীয় পরিয়ে বিক্রমকে তাঁরা স্বাগত জানান।

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি ভি ডি শর্মা বলেছেন, 'মেয়র বিক্রম আহাকে এবং বিজেপিতে যোগদানকারী অন্যান্য নেতাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি। ছিন্দওয়াড়ায় কমলনাথ ফাঁস হয়ে গিয়েছেন। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের রিপোর্টে কংগ্রেস অফিসে সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। ছিন্দওয়ারার মানুষ আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উপজাতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্যের পর আসন্ন ভোটে জনগণ তাঁদের (কংগ্রেস) জবাব দেবে।'

মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেছেন, 'কমলনাথ ছিন্দওয়ারার অনেক ক্ষতি করেছেন। তাঁর ছেলে এবং কংগ্রেস নেতা নকুল নাথ আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। এতে মর্মাহত হয়ে তিনি (বিক্রম) কংগ্রেসে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি সবাইকে আশ্বস্ত করছি যে আমরা ছিন্দওয়ারার উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

ভাঙন ধরল আরএলডি-তে, লোকসভা ভোটের আগে দল ছাড়লেন শাহিদ সিদ্দিকী

পাটনা, ১ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাঙন ধরল রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি)-এ, সোমবার আরএলডি-র সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন দলের জাতীয় সহ-সভাপতি শাহিদ সিদ্দিকী। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি।

এক্স মাধ্যমে শাহিদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, 'আমি নিজের পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রীয় লোক দলের সভাপতির কাছে পাঠিয়েছি। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অবসান আমি নীরবে দেখতে পারি না।

অটিজম (আত্মসংবৃতি / আত্মলীনতা)

ড় হৈমন্তী ভট্টাচার্যী

২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস।

অটিজম বলতে মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্ততাকে বোঝায়, যা বয়স তিন বছর হবার পূর্বেই প্রকাশ পায়। আত্মসংবৃত শিশুরা (যাদেরকে আত্মসংবৃত, আত্মলীন বা ইংরেজি পরিভাষায় অটিস্টিক বলা হয়) সামাজিক আচরণে দুর্বল হয়, পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম সক্ষম হয়।

আচরণগত অসুবিধা, কথাবার্তার অসুবিধা ও সামাজিক মেলামেশা, অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশা না করার প্রবণতা এই ৩টি জিনিস যখন থাকে একটি ৩ বছরের শিশুর মধ্যে, তখন সে অটিজমের বৈশিষ্ট্য বহন করছে বলে মনে করা হয়।

তথ্য দেখায় যে অটিজম সহ ভাইবোনরা তাদের পিতার কাছ থেকে জেনেটিক উপাদানের প্রায় ৬৬ শতাংশ ভাগ করে নেয় , তাদের মায়ের কাছ থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ ভাগ করে নেয়।

অটিজম বা অটিস্টিক বাচ্চা জন্ম ভূমিষ্ঠ কারণ

এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে এই রোগ বিকশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল জন্মের সময় মা বাবা, এমনকি চিকিৎসকরা অবধি এই রোগ শিশুদের মধ্যে ধরতে পারে না। ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে এই রোগের একাধিক উপসর্গ দেখা দেয়, যেখান থেকে এই অটিজম নির্ণয় করা হয়।

অটিজম হওয়ার নানান কারণ রয়েছে। জিনগত কারণেও অটিজম হতে পারে। কিন্তু এই জিনগত কারণ একটু আলাদা। মা যদি গর্ভবস্থায় বা গর্ভবর্তী হওয়ার আগে কোনও রোগে আক্রান্ত হন, সেখান থেকেও শিশুর মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাস পেলে বা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেলে অটিজমের মত রোগ দেখা দেয়।

থাইরয়েড সমস্যা যা গর্ভাবস্থার ৮-১২ সপ্তাহে মায়ের মধ্যে থাইরক্সিনের ঘাটতির দিকে পরিচালিত করে ভ্রূণের মস্তিষ্কে অটিজমের দিকে নিয়ে যাওয়া পরিবর্তনগুলি তৈরি করে। থাইরক্সিনের ঘাটতি খাদ্যে অপর্যাপ্ত আয়োডিনের কারণে এবং পরিবেশগত এজেন্টদের কারণে হতে পারে যা আয়োডিন গ্রহণে হস্তক্ষেপ করে বা থাইরয়েড হরমোনের বিরুদ্ধে কাজ করে।

মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কোষগুলির পারস্পরিক সংযোগ কমে যাওয়ার ফলে অথবা স্নায়ু থেকে নিঃসৃত কিছু রাসায়নিক পদার্থের অভাবের ফলেও এই রোগ দেখা দেয়। তবে, অটিজম হওয়ার প্রধান কারণ এখনও জানা যায়নি।

তাছাড়া গর্ভাবস্থায় পারিবারিক অশান্তি মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি, মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কাদের ঝুঁকি বেশি

পরিসংখ্যানগতভাবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে অটিজম চারগুণ বেশি দেখা যায়। তবে যে কোনো জাতিগোষ্ঠী বা সামাজিক পটভূমির মানুষের মধ্যেই এই রোগ দেখা দিতে পারে। জীবনধারার সঙ্গে এর বিশেষ কোনো যোগ নেই। তবে পরিবারে এই রোগের ইতিহাস থাকলে এই রোগের ঝুঁকি বাড়ে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। পাশাপাশি বেশি বয়সে সন্তানধারণ করলে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অ্যালকোহল বা অ্যান্টি-সিজার জাতীয় ওষুধ খেলে অটিস্টিক শিশু জন্মানোর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কিছু গবেষণায় ডায়াবিটিস, স্থূলতা, ফিনাইলকিটোনুরিয়া এবং রুবেলা এই রোগের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিতে পারে বলে দাবি করা হলেও এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন।

অটিজমের উপসর্গগুলি:

অটিজমে আক্রান্ত ১)শিশুরা চোখে চোখ মিলিয়ে কথা বলে না।

২) অন্যান্য শিশুদের সাথে মিশতে চায় না।

৩) অনেক সময় অটিজমে আক্রান্ত শিশু অনেক বড় বয়সে কথা বলতে শেখে।

৪) নিজের নামে ডাকলে তারা কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেয় না। এটা দেখে অনেকের ধারণা হতে পারে যে, শিশুটি বধির।

৫) এরা কোনও একটি কাজ করতে ভালবাসে এবং সেই কাজটিই ক্রমাগত করতে থাকে।

৬) কোনও বিষয় বা বস্তুকে শব্দে, প্রতিক্রিয়া অথবা ইঙ্গিতে বোঝাতে এরা অক্ষম হয়।

৭) অনেকের মধ্যে মৃগীজনিত রোগও দেখা দেয়।

৮) কখনও কখনও অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হয়।

অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের প্রথমেই বোঝা যায় না। বিকশিত হওয়ার সঙ্গে তার মধ্যে অটিজমের লক্ষণ গুলি দেখা যায়। সাধারণত তিন বছর বয়সে অটিজমের লক্ষণ গুলি শিশুদের মধ্যে সক্রিয় হয়। মূলত অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা একা থাকতে ভালবাসে। তারা অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে না। খুব একটা কারোর সাথে কথা বলে না। কোনও প্রশ্নের সহজে উত্তর দেয় না বরং একটি কথাই বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

অটিজম এর চিকিৎসা

অটিজম উল্টে দেবার (পরিবর্তন করা) কোনও চিকিৎসা নেই। লভ্য সমস্ত চিকিৎসা প্রয়োগ পদ্ধতির লক্ষ্য হল ব্যক্তিদের দুর্বলতা কমানো এবং স্বাবলম্বন এবং সম্ভাবনা বাড়ানো।

যেহেতু মানসিক প্রতিবন্ধিত্বের পরিসরে থাকা প্রতিটি ব্যক্তি ভিন্ন হন এবং ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা থাকে, তাঁদের জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচী ব্যক্তিগতভিত্তিক এবং অবশ্যই একটা নির্ধারিত কাঠামোসম্পন্ন হবে। এই মানানসইকরণ গুরুত্বপূর্ণ হয় যেহেতু মানসিক প্রতিবন্ধিত্বের পরিসরে থাকা বেশির ভাগ ব্যক্তি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিজঅর্ডার-এর (এডিএইচডি) মত অন্যান্য ব্যাধিগুলির লক্ষণও প্রদর্শন করেন।

এটা দেখা গিয়েছে যে যত আগে চিকিৎসাগুলি শুরু হবে, তত শীঘ্র ফলাফল দেখা যাবে। ব্যক্তি এবং তাঁর চাহিদার উপর নির্ভর করে নীচের কোর্সগুলির একটা সংমিশ্রণের উপর চিকিৎসাগুলি দেওয়া হয়।

আচরণগত ব্যবস্থাপনা থেরাপি

এটা একটা পদ্ধতি যা কাঙ্ক্ষিত আচরণ শক্তিশালী করা এবং অবাঞ্ছিত অথবা অগ্রহণযোগ্য আচরণ কমানোর দিকে লক্ষ্য রাখে। বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় আচরণ টেনে বার করতে এবং শক্তিশালী করতে যার অন্তর্ভুক্ত মূল প্রতিক্রিয়া প্রশিক্ষণ এবং ইতিবাচক আচরণ এবং ভরসা, এগুলো হচ্ছে তালিকার মাত্র কয়েকটি নাম।

জ্ঞানমূলক আচরণ থেরাপি

থেরাপির এই রীতি ব্যবহার, চিন্তা এবং অনুভূতিগুলির উপর নজর দেয় এবং ব্যক্তিকে চিন্তা এবং ব্যবহার যা সমস্যামূলক পরিস্থিতি বা অনুভূতিগুলির দিকে চালিত করে সেগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটা তাঁদের অনুভূতিগুলি চেনাতে এবং উদ্বেগের পরিস্থিতিগুলির সাথে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

যুগ্ম মনোযোগ থেরাপি

এটা থেরাপির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যেহেতু এটা আন্তঃব্যক্তিগত মেলামেশা এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর মনোযোগ দেয়। থেরাপির এই পদ্ধতির দীর্ঘস্থায়ী ফল থাকে, যা এটাকে অত্যন্ত কার্যকর করে। দিকগুলি যেগুলির উপর মনোযোগ দেয় সেগুলির মধ্যে আছে যোগাযোগ এবং ভাষা এবং ভাগ করা মনোযোগ। ধারণাগুলি যেগুলির উপর প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে আছে মানুষ এবং বস্তুগুলির মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং সরানো।

পেশাগত থেরাপি

পেশাগত থেরাপি শিশুদের নিয়মিত কাজ এবং রোজকার রুটিন সম্বন্ধে ক্ষমতা এবং চাহিদাগুলি খোঁজা এবং সম্পাদন করার উপরে মনোযোগ দেয়। থেরাপিস্ট বা বিশেষজ্ঞরা কতগুলি দিকের উপর কাজ করেন যেমন শিশুটির স্বাধীনভাবে পোশাক পরতে এবং খাবার খেতে, ব্যক্তিগত তদারক এবং যোগাযোগ, এবং অন্যান্য শারীরিক কাজকর্ম করতে সক্ষম হওয়া।

শারীরিক থেরাপি

অটিজম (আত্মমগ্নতা) পরিসরে যাঁরা থাকেন চলাফেরা হচ্ছে তাঁদের একটা সাধারণ সমস্যা, বেশির ভাগ ব্যক্তি শারীরিক থেরাপি গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতি শক্তি গড়ে তুলতে এবং দেহভঙ্গী উন্নত করতে, এবং পেশীগত দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। যাই হোক, কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই যা প্রমাণ করতে পারে যে এই থেরাপি চলাফেরায় কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আনতে পারে কিনা।

সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ

সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ জোর দেয় শিশুদের ব্যবহার গড়ে তোলা এবং আরও বেশি সর্বব্যাপী পারস্পরিক ক্রিয়া অনুভব করতে তাদের সক্ষম করা। এটা কাঙ্ক্ষিত ধরণের উপর জোর দেয় এবং সেগুলিকে শক্তিশালী করে তোলে। এই দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত কথাবার্তার উদ্যোগ নেওয়া, জ্বালাতন (বিদ্রূপ) সামলানো এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব দেখানো।

কথা-ভাষা থেরাপি

এই থেরাপি স্বাভাবিক আদানপ্রদান অনুভব করতে সক্ষম হওয়ার জন্য মৌখিক বা বাচনিক এবং অ-মৌখিক যোগাযোগ উভয়ের উপর নজর দেয়। উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিদের তাদের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা, বস্তুগুলির নাম বলা, অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করা এবং কণ্ঠস্বরের মাত্রার ওঠা-নামা আরও ভালোভাবে করতে সাহায্য করা। এটা আরও বেশি চোখের সংযোগ এবং ভাবভঙ্গী অনুমোদন করা এবং বার্তা জানাতে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়াও অন্তর্ভুক্ত করে।

পুষ্টিবিধান থেরাপি

যেসমস্ত ব্যক্তির অটিজম (আত্মমগ্নতা/মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব) আছে তাঁদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে পুষ্টিবিধানগত পরামর্শ দেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে কয়েকটির পিছনে সত্যিই বৈজ্ঞানিক প্রমাণের সমর্থন আছে। লক্ষ্যটা হল নিশ্চিত করা যে অটিজম থাকা মানুষ যেন একটা স্বাস্থ্যকর এবং সুষম খাদ্য খান এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি পান। অটিজম থাকা ব্যক্তিদের কয়েক ধরণের খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, নরম এবং মণ্ডের মত খাবার)। প্রায়ই, অটিজমযুক্ত মানুষদের খাবারের সাথে মানসিক সংযোগ থাকার প্রবণতা থাকে --- সেগুলিকে বমি বমিভাব এবং ব্যথার সাথে জড়িত করে। কিছু গবেষণা ইঙ্গিত দিয়েছে যে অটিজমযুক্ত মানুষদের অপেক্ষাকৃত পাতলা হাড় থাকার প্রবণতা থাকে। এইধরণের সমস্যাগুলি সামলাতে নিশ্চিত করা যে কোনও পুষ্টিগত অভাব নেই সেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

অটিজম-এ ওষুধ প্রয়োগ

অটিজম-এর জন্য কোনও প্রেসক্রাইব করা ওষুধ নেই বলা যায়। কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ কিছু অবস্থার জন্য যেগুলি মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে লক্ষণাত্মক, একজন বিশেষজ্ঞ ওষুধের বিধান দিতে পারেন। অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্টস (অবসাদ-প্রতিবোধী), অ্যান্টিকনভালস্যান্টস (খিঁচুনি বা তড়কা প্রতিরোধী), উদ্বেগ-প্রতিরোধী এবং অস্বাভাবিক সক্রিয়তার জন্য উদ্দীপক ওষুধ আছে। ওষুধ প্রয়োগের পদ্ধতির জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

জগদীশচন্দ্র : বিজ্ঞানের নতুন দিগন্তের দিশারী

৩০ নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন। ১৯৫৮ সালে ঢাকার বিক্রমপুরে রাড়িখাল গ্রামে জন্ম নেন ভারত তথা বিশ্ব বিজ্ঞান জগতের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিজ্ঞান সাধনার প্রবাদপ্রতিম জে সি বোস বাংলার নবজাগরণেরও অন্যতম অগ্রদূত। জগদীশচান্দ্রের বাবা ভগবানচন্দ্র ও মা বামাসুন্দরী দেবী। বাবা ময়মনসিংহের একটি স্কুলে পড়াতেন, যখন তিনি প্রশাসনের চাকরিতে যোগ দেন ময়মনসিংহ ছেড়ে ফরিদপুরে আসেন। এরপর ১৮৬৯ সালে ভগবান চন্দ্রের পদোন্নতি হলে ফরিদপুর থেকে বর্ধমান আসতে হয় তাঁদের। দশ বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পড়া শেষ করে এরপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হন ১৮৭৫-এ। ১৮৮০ সালে ফাদার লাফোর শংসাপত্র নিয়ে বিলেতে পড়তে আসেন। ১৮৮১ সালে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৪ সালে কেমব্রিজ থেকে ট্রাইপস পান। ওই বছরই কলকাতায় ফেরেন। ১৮৮৪ সালের শেষের দিকে প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। তখন তার বেতন ছিল সাহেব অধ্যাপকের অর্ধেক। এই অসাম্যের প্রতিবাদ করে টানা তিনবছর বেতন নেননি। ১৮৮৭ সালে তিনি অবলা দাশের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জগদীশচন্দ্র ততয় পদার্থবিদ ছিলেন না। হাতে-কলমে পরীলা-নিরীক্ষা করার উপরেই তিনি গুরুত্ব দিতেন। তখন কলেজে পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত গবেষণাগার ছিল না। প্রেসিডেন্সির একটাত্তছোট্ট ঘরে তীর গবেষণা কাজ শুরু হয়। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা জীবন প্রায় ৩৭ বছর, এই সময়ে বেতার আবিষ্কার (অতি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ) গাছের প্রাণ প্রমান দিয়েছেন, তৈরি করেছেন নানান গবেষণাপত্র, যন্ত্রপাতি। স্বল্পপরিসরে সেসব বলা সম্ভব নয়। ভারতে জীবপদার্থ বিজ্ঞানের পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র পদার্থ বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তার গবেষণার ক্ষেত্রকে সময়ের তুলনায় অনেক গুণ আগে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, সে কথা আজকের বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করছেন। বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী নেভিল মট ১৯৭৭ সালে নোবেল পুরস্কার নিতে এসে বলেছিলেন, Professor J.C. Bose was skxty years ahead of his time.

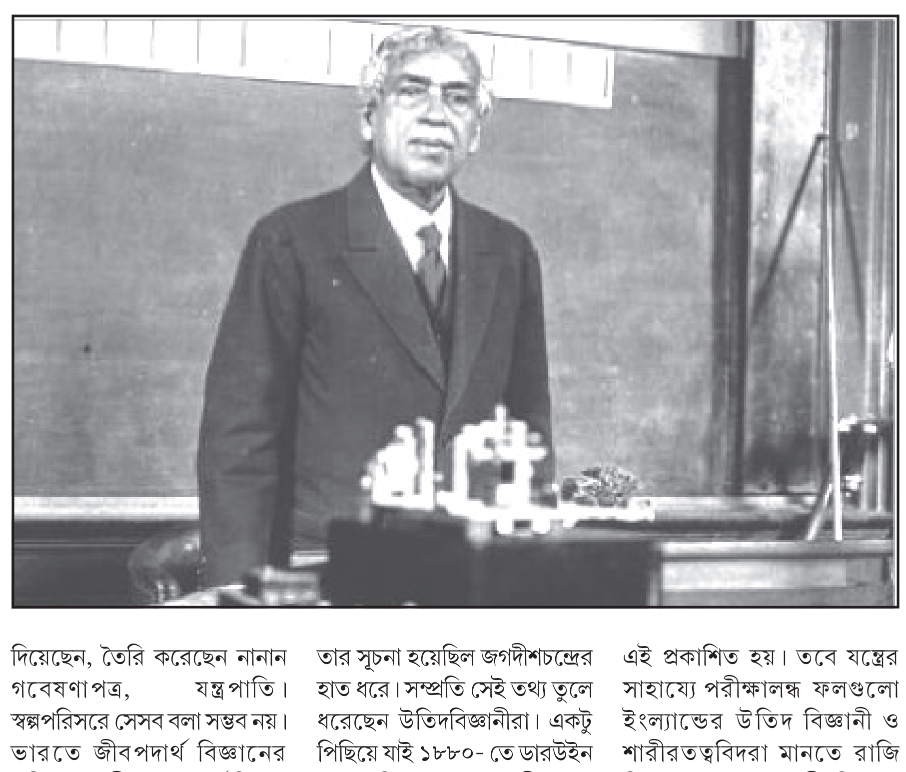

প্ল্যান্ট নিউরো বায়োলজি বা উদ্ভিদ স্নায়ু- জীববিদ্যা, বর্তমান সময়ের উতিদ গবেষণার এক নতুন ক্ষেত্র। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে তার সূচনা হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের হাত ধরে। সম্প্রতি সেই তথ্য তুলে ধরেছেন উতিদবিজ্ঞানীরা। একটু পিছিয়ে যাই ১৮৮০- তে ডারউইন গাছের শিকড়ের সঙ্গে প্রাণীদেহের স্নায়ুর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তার ধারণা, গাছের কোনও নেই, কোনও স্নায়ু নেই, তবুও গাছের শেকড় (অন্তত নিম্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে) কোনও কোনও প্রাণীরা তাদের নার্ভ আর ব্রেনের সাহায্যে যে কাজ করে, সেই রূপ কাজ করতে পারে। জগদীশচন্দ্র ১৯০০ থেকে ১৯২৬ উতিদের স্নায়ু আর প্রাণীদেহের মায়ুর সাদৃশ্য নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। অসংখ্য পরীক্ষালব্ধ ফল দিয়ে কয়েকটি বই লেখেন। এর মধ্যে তিনটি বই ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে ১৯৩৭ সালে এই প্রকাশিত হয়। তবে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষালব্ধ ফলগুলো ইংল্যান্ডের উতিদ বিজ্ঞানী ও শারীরতত্ত্ববিদরা মানতে রাজি ছিলেন না। ক বা জীববিজ্ঞানে প্রবেশ করা সে সময়ে অনেকের কাছ অনধিকার চর্চাই মনে হত। যাই হোক, এরপর অনেকটা সময় গড়িয়েছে ধীরে ধীরে উতিদ স্নায়ুজীববিদ্যা ও উতিদদেহে সংকেত পরিবহণ ব্যবস্থা উন্মোচিত হয়েছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই সময়ের অন্যতম সেরা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মুসাভি ও তীর সহকমীদের গবেষণাপত্র। সেই গবেষণাপত্রের বক্তব্য: উদ্ভিদের স্বায়ু, সমগোত্রীয় কলার রিসেপ্টার অনু, যা কিছু বিশেষ ধরনের প্রোটিন অনু আর মেরুদণী

প্রাণীদের স্নায়ু কলার রিসেপ্টার অনুদের মধ্যে সাদৃশ্যতর বেশি যে এরা নিশ্চয়ই একই উৎস থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এটাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের ধারণা আর বিংশ শতাব্দীতে জগদীশচন্দ্রের লজ্জাবতী সহ অন্যান্য উদ্ভিদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রাপ্ত

ফলের উপলব্ধি। ১৮৮০ থেকে ২০১৩ সালব্যাপী এই দীর্ঘ অনুসন্ধানকে অন্য মাত্রা দিয়েছেন অধ্যাপক Trewavas থেকে ২০১৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত প্ল্যান্ট ইনটেলিজেসস ত্যান্ড বিহ্যাভিয়ার, বইতে তিনি জগদীশচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করে অনেকখানি লিখেছেন

এই বিষয়ে। তিনি বলেছেন, এখনকার Plant physiologist are suprisingly ignoant of J.C. Bose অন্যদিকে মুসাভির গবেষণাপত্র পড়ার পর এক জার্মান বিজ্ঞানী জীববিদ্যা নিয়ে জগদীশচন্দ্র তার আগেই কাজ করেছেন। এইসব নিয়ে যারা আজ কাজ করছেন, তীরা বলছেন প্ল্যান্ট নিউরো বায়োলজির জনক জগদীশচন্দ্র বসুই। জগদীশচন্দ্রের সেরা কীর্তি কী? বিজ্ঞান ইতিহাসের লেখকরা বলেছেন, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার সেরা কীর্তি। ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির আদলে ১৯৬৭ সলের ৩০ নভেম্বর পরাধীন ভারতের এই বিজ্ঞান গবেষণাগার মাথা তুলে ধরেছিল। এই বিশাল কাজটি করতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় তাকে। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পাশে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, ওলি বুল, ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর সহ অনেক বিশিষ্ট বর্গের।

জগদীশচন্দ্র মনে করতেন মন্দিরের যেমন আমরা শক্তির আরাধনা করি, তেমনই মানবজাতির শক্তির স্বরূপ ফলিত বিজ্ঞান চর্চার উপাসনা হবে এই প্রতিষ্ঠানে। দেড়শ বছর পেরিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দির স্বমহিমায় সমুজ্জ। বসুর ১৬৫ তম জন্মদিনে এই সময়ের প্রেক্ষিতে দু'টি বিষয় উল্লেখ করি-ত্ত তিনি চাইতেন বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা পেটেন্টের জালে পড়ে ব্যক্তি মালিকানায় দখল চলে

যেন না যায়। দ্বিতীয়টি, মাথার কাজ ও হাতের কাজকে তিনি সমান গুরুত্ব দিতেন। ছেলেবেলায় বাবা ভগবানচন্দ্র তাকে শিক্ষানবিশদের সঙ্গে লাস করতে যেতে বাধ্য করাতেন। এ থেকেই তার এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। কোনও দেশ যদি সত্যিই এগোতে চায়, এই দুই সংস্কৃতির মিলন অপরিহার্য। জগদীশচন্দ্র আমাদের এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন। তার জন্মদিনে আমরা যেন সেই কথা ভুলে না যাই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রধান সাফল্যসমূহ

মালিগাঁও, ০১ এপ্রিল, ২০২৪: ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) পণ্য লোডিং, বৈদ্যুতিকীরকরণ, যাত্রীদের জন্য নতুন ট্রেন চালু করা ও উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সহ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিরাট সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

২০২৩-২৪ বর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৫১৫টি পিওএল রেক লোডিং করে সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্বের অর্জন করেছে। সহজে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৩-২৪ বর্ষে ভুট্টা লোডিঙের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩২ু বেশি আকর্ষণীয় বৃদ্ধি অর্জন করে। এমনকি সাংঘাতিক জটিল সময়ের মধ্যেও সামাজিক কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আইন শৃঙ্খলার শোচনীয় পরিস্থিতির সময় মণিপুরের খংসাঙে ১৩৯টি ওয়াগন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী পরিবহণ করে মণিপুরের জনগণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিষেবা প্রদান করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সীমিত লাইন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনেক টন পণ্য সামগ্রী পরিবহণ করা হয়েছে। ৪৫৩টি বিশাল সংখ্যার বগি কভার্ড ওয়াগন (বিসিএলএইচএল) রেক উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মাত্র ৩ মাস সময়ের মধ্যে রিলিজ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিউ গুয়াহাটিতে বিসিএনএইচএল রেকের ক্লোজড সার্কট রেক পরীক্ষা শুরু করার সক্রিয় পদক্ষেপের মাধ্যমে সিস্টেমের কর্মক্ষমতা উন্নত করেছে, যার ফলে অবৈধ খালি রেকের চলাচল হ্রাস হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সর্বকালের সর্বোচ্চ ৩৫.৩০ মিলিয়ন টন অন্তর্মুখী ট্রাফিক অর্জন করেছিল, যা পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের তুলনায় ৬.৯ু বিকাশ পঞ্জীয়ন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের জোনের মধ্যে ১০০ু বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন করার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য, ২০২৩-২৪ সালে ৯২১.৬২ রুট কিলোমিটার এবং ১২৭৯.৭৪ ট্র্যাক কিলোমিটার বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ক্রমবর্ধমানভাবে ২৫৮৩ রুট কিলোমিটার এবং ৪৪৮৫ ট্র্যাক কিলোমিটার বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে, যা এর মোট কিলোমিটারের ৬১ু।

জনগণকে পরিমাণগত এবং মানগতভাবে উন্নত পরিষেবা দিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর জন্য ২০২৩-২৪ সালে ১১টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য এগারোটি প্রচলিত ট্রেনকে লিংকে হফম্যান বুশ রেকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ সালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৩৪ জোড়া মেল এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ৩৫টি স্টেশনে অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করেছে। এছাড়াও, ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত বার্থ সৃষ্টি করতে ২৫ জোড়া (৬২ রেক) মেল এক্সপ্রেস ট্রেনে ১৫১টি কোচ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

যাত্রী/পথচারীদের পথ অতিক্রম করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৩-২৪ বর্ষে ১০ টি ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দিব্যাঙ্গজন, বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং শিশুদের সহজ চলাচলের ব্যবস্থা প্রদান করতে ২০২৩-২৪ বর্ষে ৪ টি লিফ এবং ৪ টি এসকেলেটর চালু করা হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে দাদাকে খুন ভাইয়ের, দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

ঝাড়গ্রাম, ১ এপ্রিল (হি: স) : ঝাড়গ্রামে দাদাকে খুন করে জঙ্গলে দেহ ফেলে দিল ভাই। অভিযুক্ত ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে গোপীবল্লভপুর থানা এলাকায়। পুলিশ সোমবার গোপীবল্লভপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা অমর সাউকে দাদাকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করে, তারপর তাকে আদালতে তোলে। রবিবার রাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর থানার ঝিল্লি এলাকার একটি জঙ্গলে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। পুলিশ পর দিন ওই মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারে। মৃতের নাম সমর সাউ (৩৫)। বাড়ি রঘুনাথপুর গ্রামে। ওই ব্যক্তিকে খুন করে দেহ জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিল নিজের ভাই। গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ এরপর খুনের তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তে পুলিশ জানতে পারে নিহত সমর সাউয়ের বছর ছয়েক আগে স্ত্রী মারা গিয়েছে। বর্তমানে সে তেমন কিছুই করত না। প্রায় দিন বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যেত। হঠাৎ করে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসত। পুলিশ জানতে পারে সে মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে বাবা,মাকে মারধোর করত এবং চরম অশান্তি করত। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে এমনই কোনও পারিবারিক অশান্তি চলাকালীন ছোট ভাইয়ের হাতে খুন হয় সে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে খুনের নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে তদন্ত করা হবে।'

দিচ্ছেন মোদী, ফুটানি করছেন দিদি, রক্তের হোলি খেলবেন না, হুঁশিয়ারী দিলীপের

দুর্গাপুর, ১ এপ্রিল (হি.স.) : দিচ্ছেন মোদী, ফুটানি করছেন দিদি, রক্তের হোলি খেলবেন না, সোমবার এই ভাষাতেই তৃণমূলকে নিশানা করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি এদিন দুর্গাপুরে আরও বলেন, 'আগে বলা হতো পুলিশ ছুঁলে ১৮ ঘা, আর এখন বলা হয় ইডি সিবিআই ছুঁলে ৪২ ঘা। যারা চুরি করেছেন তাদের ভগবানও বাঁচাতে পারবে না। ইডি, সিবিআইয়ের ডাকে না গেলে কেষ্ট-পার্থকে জিজ্ঞাসা করুন কি হয়। হিংসা বাড়াবেন না। উত্তাপ বাড়াবেন না। সোমবার সাতসকালে দুর্গাপুরে প্রাতঃভ্রমন ও চা-চক্রে যোগ দিয়ে তৃণমূলকে কার্যত এমনই হুঁশিয়ারী দিলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

প্রসঙ্গত, আর কয়েকদিন পরই লোকসভা নির্বাচন। দিনক্ষণ ঘোষনা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে চলছে সব রাজনৈতিক দলের প্রচার। আক্রমণ - পাল্টা আক্রমণে সরগরম রাজনৈতিক ময়দান। প্রচারের ময়দানে নেমে কার্যত একের পর এক ছক্কা হাঁকাতে শুরু করেছেন বর্ধমান- দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। রবিবার বর্ধমানের ভাতারে গিয়ে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন দিলীপ ঘোষ। ভাতার, মন্তেশ্বরে এখনও বিজেপির দেওয়াল মুছে দেওয়া হচ্ছে। দেওয়াল লিখতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। মন্দিরে গেলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। এদিন তিনি আগাগেড়া তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ঢাক, বাজনা নিয়ে মন্দিরে গিয়েছি। আমি সব এলাকায় যাবো। মেদিনীপুরে মাফিয়া রাজ শেষ করেছি। বর্ধমান-দুর্গাপুরেও করব। দিলীপ ঘোষকে আটকাবার দম থাকলে আটকে দেখান।'

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ কালবৈশাখী ঝড়ে বিপর্যস্ত। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল পৌঁছেছেন। সোমবার সকালে দুর্গাপুরের ক্লাব স্যান্টোস ময়দানে প্রাতঃভ্রমনের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, উত্তরবঙ্গে এই ধরনের কালবৈশাখী প্রথম দেখলাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করা সরকারের দায়িত্ব। ভোট শুরু হচ্ছে। বিজেপির ঝড় শুরু হয়ে গেছে। আর তাতেই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সব।'

মঙ্গলবার বাঁ পায়ের ফুটবল জাদুকর পুশকাসের জন্মদিন

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.) : ফেরেন্তস পুশকাস। হাঙ্গেরীয় ফুটবল খেলোয়াড়। বিশ্ব ফুটবলের স্মরণীয় নাম। ৮৪ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৮৩ গোল করেছেন। বাঁ পায়ে তাঁর অসাধারণ গোল করার ক্ষমতাই পরিচয় দেয় তিনি কত বড় ফুটবলার। পঞ্চাশের দশকে হাঙ্গেরি যে দুরন্ত ফুটবল খেলেছিল তার পেছনে ছিল পুশকাসের অসাধারণ ফুটবলশৈলী। নতুন নতুন পরিকল্পনা করে তিনি দলের আক্রমণকে এমন সক্রিয় রাখতেন যে বিপক্ষের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা হকচকিয়ে যেতেন। তাঁর বাঁ পা কথা বলতো।হাঙ্গেরিয়ানরাতো বটেই, বিশ্ব ফুটবলও তাই একসময় তাঁকে বাঁ পায়ের জাদুকর বলতেন। তিনি ১৯৫২ সালে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এবং ১৯৫৪র বিশ্বকাপের ফাইনালে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তিনটি ইউরোপিয়ান কাপ ১৯৫৯,১৯৬০, ১৯৬৬, দশটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং আটটি সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরিং সম্মান জিতেছেন। ১৯৯৫ সালে তিনি আইএফএফএইচএস দ্বারা শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ শীর্ষ ডিভিশন স্কোরার হিসাবে স্বীকৃত হন। তাঁর কেরিয়ারে ৭৯৩টি খেলায় ৮০৬টি গোল আছে, তিনি আরএসএসএসএফ-এর সর্বকালের সপ্তম সর্বোচ্চ গোলদাতা। ১৯৯৮ সালে তিনি প্রথম ফিফা চ্যারিটি অ্যাম্বাসেডরদের একজন হয়েছিলেন। ২০০৩ সালে উয়েফা জুবিলি অ্যাওয়ার্ডে হাঙ্গেরিয়ান ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক গত ৫০ বছরের সেরা হাঙ্গেরিয়ান খেলোয়াড় হন। তিনি পেলের ফিফা ১০০ তেও তালিকাভুক্ত ছিলেন। সর্বকালের সেরা এই ফুটবলার ২০০৬ সালের ১৭ নভেম্বর এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান। কিন্তু ফুটবলপ্রেমীদের মনে তিনি আজীবন অমর হয়ে হয়ে থাকবেন। মঙ্গলবার বিশ্ব ফুটবলের এই কিংবদন্তি ফুটবল জাদুকর পুশকাসের ৯৭—তম জন্মদিন।

মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পানিট্যাঙ্কিতে

খড়িবাড়ি, ১ এপ্রিল (হি.স.) : শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন এলাকায় মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার ঘটনাটি ঘটে।

এদিন সকালে খড়িবাড়ি-পানিট্যাঙ্কি ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রাতর্ভমণে বেরিয়ে মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উওরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ক্ষয়ক্ষতি দেখতে জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

আলিপুরদুয়ার, ১ এপ্রিল, (হি.স.): জলপাইগুড়ির পাশাপাশি রবিবারের ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়েছে আলিপুরদুয়ারেরও একাংশ। সোমবার দুপুরে জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার কয়েক মিনিটের ঝড়ে আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের চকোয়াখেতি, তপসিখাতা এলাকাতেও ক্ষয়ক্ষতি হয় বহু বাড়িতে। আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের পাশাপাশি কুমারগ্রাম ব্লক, আলিপুরদুয়ার এক ব্লক-সহ একাধিক জায়গায় শিলাবৃষ্টির জেরে টোম্যাটোর পাশাপাশি একাধিক খেতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঝড়ে বড়-বড় গাছ ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে একাধিক এলাকা। রবিবার ঝড়ের পরেই চকোয়াখেতি-সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

ভোজশালায় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষায় বাধা দেওয়া যাবে না, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি. স.): মধ্যপ্রদেশের ভোজশালায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় কোনওরকম বাধা দেওয়া যাবে না। সোমবার এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় পাল্টা হলফনামা দেওয়া যাবে ৪ সপ্তাহ পর। ততদিন পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। মুসলিম পক্ষের তরফে এ বিষয়ে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে যে আবেদন জানানো হয়েছিল, সোমবার শীর্ষ আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, বারাণসীর জ্ঞানবাপীর মতো ভোজশালাতেও এএসআই-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র আবেদন জানানো হয়েছিল হিন্দুপক্ষের তরফে। গত ১১ মার্চ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সেই আবেদন মেনে রায় ঘোষণার পরে ভোজশালায় সমীক্ষার কাজও শুরু হয়। কিন্তু মুসলিমপক্ষ সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল। দুই বিচারপতির বেঞ্চ সোমবার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'য় ছাড়পত্র দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের ধার শহরে প্রায় হাজার বছরের পুরনো ওই ধর্মস্থান রয়েছে এএসআই-এর তত্ত্বাবধানে।

হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, সৌধটি আসলে রাজা ভোজের তৈরি প্রাচীন সরস্বতী মন্দির। আর মুসলমানরা মনে করেন, সেটি আসলে কামাল মওলানার দরগা এবং মসজিদ। ২০০৩ সালের সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি মঙ্গলবার সেখানে হিন্দুদের পুজো করতে দেওয়া হয়, আর শুক্রবারে মুসলিমদের নমাজ পড়তে দেওয়া হয়।

মাজুলিতে মেগা সাইকেল মিছিলের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার হিমন্তবিশ্ব শর্মার

মাজুলি (অসম), ১ এপ্রিল (হি.স.) : মাজুলিতে মেগা সাইকেল মিছিলের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার করেছেন বিজেপি নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

দলীয় কার্যকর্তা, সদস্য সহ সমুদ্র-সদৃশ সমর্থকদের অগ্রভাগে বাই-সাইকেল চড়ে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রথ 'বিজয় সংকল্প যাত্রা' করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

'বিজয় সংকল্প যাত্রা'র পর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মাজুলির মানুষ আজ ১৫ কিলোমিটার বিজয় সংকল্প সাইকেল যাত্রাকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন। অসমের প্রতিটি গ্রামের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সম্মান জানিয়ে এ ধরনের যাত্রা সংগঠিত করবেন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হিমন্তবিশ্ব শর্মা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, অসমে ১৯ এপ্রিল থেকে তিন দফার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এবার ১৪-এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে ১১ প্লাস আসনে জয়লাভ করবে।

ক্ষমতাসীন দলের নির্দেশে কাজ করতে পারে না নির্বাচন কমিশন : ডি রাজা

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): ক্ষমতাসীন দলের নির্দেশে কাজ করতে পারে না নির্বাচন কমিশন। এই অভিমত ব্যক্ত করলেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (সিপিআই) সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা। তাঁর মতে, 'নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা, নির্বাচন কমিশনকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।' সোমবারই কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জমা দিয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এদিন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে বলেন, 'শুধু নোটিশই যথেষ্ট নয়, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (সিপিআই) সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা বলেছেন, 'পুরী (হরদীপ) এবং বিজেপি নেতারা মনে করেন, নির্বাচন কমিশনও তাঁদের নির্দেশে, ইডি, আইটি এবং সিবিআই-এর মতো কাজ করবে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা...নির্বাচন কমিশনকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন ক্ষমতায় থাকা দলের নির্দেশে বা বর্তমান সরকারের প্রদত্ত নির্দেশে কাজ করতে পারে না।'

প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে তিন জেলার ডিইওদের নিয়েই বৈঠক নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): উত্তরবঙ্গ নিয়ে, উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় নির্বাচন হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায়। তার আগে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তাই সোমবারই কলকাতার সিইও অফিসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। মূলত তিন জেলার ডিইওদের নিয়েই হবে এই বৈঠক। এই তিন জেলা হল, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার। বৈঠক হবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। তিন জেলার ডিইওরা যেমন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠকে থাকবেন, তেমনই কলকাতার সিইও অফিসের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা ও দিল্লির নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা থাকবেন।

সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি কেমন? কোন কোন বুথ ক্ষতিগ্রস্থ? বুথ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে বিকল্প কোনও বুথের ব্যবস্থা করা যায় কিনা? যেসমস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উত্তরবঙ্গের এইসব জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁরা কী রকম কাজ করছেন? এই পরিস্থিতিতে ওই এলাকায় ভোট হওয়া সম্ভব কি না? এই ধরনের যাবতীয় বিষয় বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছ।

ঝড় নিয়ে হালকা ছলে লঘু মন্তব্য দিলীপকে কটাক্ষ তৃণমূলের

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): উত্তরবঙ্গে ঝড় নিয়ে হালকা ছলে লঘু মন্তব্য করায় দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করল তৃণমূল। এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি জেলার অনেক অংশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজনৈতিক ঝড়ের সম্পর্ক খুঁজেছেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এরকম উল্লেখ করা সঙ্গত? সরাসরি দিলীপবাবুর নিন্দা করেছে তৃণমূল।

দলের এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, "দুর্যোগের খবর পেয়ে রবিবার রাতেই জলপাইগুড়ি ছুটে গিয়েছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু বিজেপির দিলীপ ঘোষ এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যেও 'মশকরা'র রসদ খুঁজে পেয়েছেন! তাঁর এই অমানবিক আচরণকে ধিক্কার।"

এখানেই না থেমে তৃণমূল লিখেছে, "দিলীপবাবু, মানুষ কেন বারবার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই ভরসা রাখেন, সেটা বুঝতে পারছেন তো? বাংলার মানুষই আপনাদের এই ঔদ্ধত্য, অমানবিকতার জবাব দেবেন।"

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচন উত্তরবঙ্গে থেকেই শুরু হচ্ছে। প্রথম দফাতেই ১৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক ঝড় দেখা গিয়েছিল। উত্তরের আটটি আসনের মধ্যে সাতটিতেই জয় পেয়েছিল বিজেপি। জলপাইগুড়ি আসনেই ১ লাখ ৮৪ হাজার ভোটে জিতেছিল বিজেপি।

শাহজাহানকে ইডি হেফাজতে চেয়ে বিশেষ আদালতে আবেদন

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): সন্দেশখালি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিতে তৎপর ইডি। সোমবার তাঁকে হেফাজতে নেওয়া দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। শনিবার বসিরহাট সংশোধনাগারে গিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁরা।

শনিবার বসিরহাট আদালতে ইডি আবেদন জানিয়েছিল, শাহজাহানকে জেলে গিয়ে জেরা করতে চায়। জেলে দীর্ঘক্ষণ জেরার পরই শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে অসহযোগিতার জন্য শাহজাহানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর।

সোমবার বিশেষ ইডি আদালতে তাঁরা দাবি করেছে, তদন্তকারীদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন শাহজাহান। কিছু প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাই তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরার প্রয়োজন রয়েছে। সূত্রের খবর, সোমবারই বিকেলের মধ্যে শাহজাহানকে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেয় কলকাতার বিশেষ ইডি আদালত।

তোশাখানা মামলায় বড় স্বস্তি ইমরান ও তাঁর স্ত্রীর, সাজা স্থগিত করল ইসলামাবাদ হাইকোর্ট

ইসলামাবাদ, ১ এপ্রিল (হি.স.): তোশাখানা মামলায় বড়সড় স্বস্তি পেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। স্বস্তি পেয়েছেন তাঁর স্ত্রীর বুশরা বিবিও। সোমবার ইমরান ও বুশরা বিবির সাজা স্থগিত করেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট সোমবার তোশাখানা মামলায় পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির সাজা স্থগিত করেছে। ইমলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমের ফারুক বলেছেন, শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন ঈদের ছুটির পর শুনানির জন্য নির্ধারণ করা হবে। উল্লেখ্য, জানুয়ারিতে তোশাখানা মামলায় নিম্ন আদালতের বিচারক মুহাম্মদ বশির ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন ইমরান খান ও বুশরাকে।

উত্তর দিল্লির জগৎপুরে বাড়িতে ঢুকে পড়ল চিতা; আহত ৩ জন, ৪ ঘন্টার চেষ্টায় পাকড়াও

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লির ওয়াজিরবাদে চিতাবাঘের হামলা! ৩ জনকে আহত করে উধাও হয়ে যায় চিতাটি, শেষমেশ ৪ ঘন্টার চেষ্টায় সেই চিতাকে পাকড়াও করেছে বন দফতর। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে ওয়াজিরবাদের জগৎপুর গ্রামে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে একটি চিতা, চিতার হামলায় ৩ জন আহত হন। তাঁরা হলেন-জগৎপুর গ্রামের বাসিন্দা মহেন্দ্র, আকাশ ও রামপাল।

দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল ৬.১৪ মিনিট নাগাদ পুলিশে ফোন করে জানানো হয়, চিতার হামলায় ৩ জন আহত হয়েছেন। জগৎপুর গ্রামের আদর্শ নগর গলি নম্বর ৩-এর কাছে ঢুকে পড়ে চিতা। আহতরা জগৎপুর গ্রামের বাসিন্দা। চিতাবাঘটিকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। ৪ ঘন্টার চেষ্টায় সেই চিতাকে পাকড়াও করেছে বন দফতর।

"বিজেপির ঝড় শুরু হয়েছে, আর তাতেই লণ্ডভণ্ড", মন্তব্য দিলীপের

পশ্চিম বর্ধমান, ১ এপ্রিল, (হি.স.): ফের স্বমহিমায় বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ ঝড়ে একাধিক প্রাণহানির ঘটনার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বহু এলাকা বিধ্বস্ত। সোমবার তিনি দাবি করেছেন, ভোট শুরু হচ্ছে তাই সেখানে বিজেপির ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছে।আর তাতেই লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে সব।'

সকালে দুর্গাপুরের ক্লাব স্যান্টোস ময়দানে প্রাতঃভ্রমণের পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ঝড় নিয়ে দিলীপ ঘোষের জবাব, 'ভোট শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গ থেকেই। সেখানে বিজেপির ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

তিনি বলেন, 'এই সময় কালবৈশাখী হয়। তবে উত্তরবঙ্গে এই ধরনের কালবৈশাখী আমরা প্রথম দেখলাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করা সরকারের দায়িত্ব। আমাদের দলের লোকেরাও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়া নিয়েও কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন দিলীপ । সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যাওয়া উচিত।

উনি তো সরকারের প্রতিনিধি। উনি তো সরকার চালাচ্ছি বলেন।'

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার রাতেই সেখানে পৌঁছনোর পরে সোমবার রাজ্যপাল আনন্দ বোস এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে যাচ্ছেন।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও শোকবার্তা দিয়ে বিজেপি নেতৃত্বকে উদ্ধারকাজে নামার কথা বলেছেন।

কঙ্গনাকে কুরুচিকর মন্তব্য, সুপ্রিয়ার কড়া সমালোচনা নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি. স.): কঙ্গনা রানাওয়াতকে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে সেন্সর করল নির্বাচন কমিশন। এর আগেই তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। তাঁর কুরুচিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ২৯ মার্চের মধ্যে জবাবদিহি চেয়েছিল কমিশন। জবাব শোনার পর নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আদর্শ নির্বাচনী বিধি থাকাকালীন প্রার্থী ও দলগুলিকে একে অন্যের প্রতি মন্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

নির্বাচন কমিশন এও জানিয়েছে, সুপ্রিয়া শ্রীনাতের মন্তব্যে একজন মহিলার সম্মানহানি করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে নারীকে। এর শাস্তি স্বরূপ সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে সেন্সর করা হল। সোমবার এই মর্মে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামীদিনে ভোটের প্রচারের সময় নিজের উচ্চারিত শব্দবন্ধ নিয়ে সতর্ক হতে বলা হয়েছে সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

শীতে সন্দেশ, রসগোল্লা আর নয়, এবার গুড় খান স্বাস্থ্যকর উপায়ে

গুড় খাওয়ার লোভে শীতকালের জন্য মুখিয়ে থাকে বাঙালি। গুড়ের পাটালি, সন্দেশ, রসগোল্লা, পায়েস, আইসক্রিমের স্বাদ উপভোগ করা যায় একমাত্র এই মরশুমেই। নলেন গুড় হোক বা খেজুরের গুড়, মিষ্টি স্বাদের দিক দিয়ে এর জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু শীত পড়লেই সর্দি-কাশি সবার আগে জাপটে ধরে।

সুতরাং, গুড়ের স্বাদ উপভোগের আগেই সাদা মাঠা খাবারের উপর ভরসা রাখতে হয়। কিন্তু যেখানে গুড় রয়েছে সেখানে কেন আপনি সর্দি-কাশির সমস্যা অন্য টোটকা কাজে লাগাবেন? রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে, আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় শীতের রোগ সবচেয়ে আগে চেপে ধরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্দি, কাশি, জ্বরের সমস্যা বাড়ছে। শীতের মরশুমে এই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে গুড়। গুড়ের মধ্যে আয়রন, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদি রয়েছে।

ভিটামিন ও মিনারেলে ভরপুর গুড় স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী।

যেহেতু গুড়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রন রয়েছে, তাই এটি রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমায়। অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করতেও গুড়ের জুড়ি মেলা ভার। গুড় শরীর থেকে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। অন্যদিকে, বুকে কফ জমলে সেই শ্লেষ্মাও বের করে দেয়। এতে শীতে শ্বাসযন্ত্র ভাল থাকে। আবার, ডেজার্ট হিসেবে গুড় খেলেও একাধিক উপকারিতা পাওয়া যায়। এটি হজমে সাহায্য করে এবং ওজন কমায়।

কিন্তু প্রতিদিন ডেজার্ট হিসেবে গুড়ের তৈরি মিষ্টি বা সন্দেশ মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। সন্দেশ, রসগোল্লা তৈরিতে যেমন গুড় ব্যবহার করা হয় তেমন চিনিও দেওয়া হয়। অন্যদিকে, আইসক্রিমে ফ্যাট থাকে। বাঙালির মিষ্টিমুখ যদি এভাবে হয়, তাহলে গুড়ের কোনও স্বাস্থ্য উপকারিতাই আপনি এই শীতে পাবেন না। এই জন্য আপনাকে গুড়ের মশলা লাড্ডু তৈরি করে খেতে হবে। কীভাবে তৈরি করবেন এই গুড়ের মশলা লাড্ডু, দেখে নিন

গুড়ের মশলা লাড্ডু তৈরির রেসিপি- উপকরণ: ৫০০ গ্রাম গুড়, ১-২ চামচ ঘি, অর্ধেক কাপ শুকনো ফল ও বাদাম, ১ চামচ করে ফ্ল্যাক্স সিড, কুমড়োর বীজ, সূর্যমুখীর বীজের সংমিশ্রণ, ১ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, ১/২ চামচ শুকনো আদা এবং ১ চা চামচ মৌরি। পদ্ধতি: শুকনো কড়াইতে ফল, বাদাম ও বীজ হালকা করে নেড়ে নিন। ফল, বাদাম কুচি কুচি করে কেটে নিন। এবার একটি নন-স্টিকের প্যানে ঘি গরম করুন। এতে গুড় দিয়ে দিন। কম আঁচে ফুটিয়ে নিন। প্রয়োজনে সামান্য জল দেবেন। এবার এতে গোলমরিচের গুঁড়ো, শুকনো আদা ও মৌরি দিয়ে নাড়তে থাকুন। এবার এতে সমস্ত শুকনো ফল, বাদাম ও বীজের মিশ্রণটা দিয়ে দিন। উপকরণগুলো ভাল করে মিশে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হলে এর লাড্ডু বানিয়ে নিন। এই লাড্ডু আপনি স্ন্যাকস কিংবা ডেজার্ট হিসেবে খেতে পারেন।

সুগার রোগীদের জন্য এই সব খাবার একেবারেই বিষ

বিশ্ব জুড়ে ক্রমেই জটিল হচ্ছে ডায়াবেটিসের থাবা। এই মুহূর্তে প্রায় সব বাড়িতেই একজন করে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রয়েছেন। ডায়াবেটিস ২ রকমের হয়। টাইপ ১ আর টাইপ ২। আজকাল অধিকাংশই আক্রান্ত হচ্ছেন টাইপ ২ ডায়াবেটিসে। এই ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী আমাদের পরোজকারের জীবনযাত্রা। নিয়মিত ভাবে জাঙ্ক ফুড, শর্করা বেশি খেলে এবং কোনও রকম শরীরচর্চা না করলে তখনই জাঁকিয়ে বসে এই সব সমস্যা।

সেই সঙ্গে রক্তে চিনির মাত্রা অতিরিক্ত হলে সেখান থেকে কিডনি, হার্টের সমস্যা, লিভারের সমস্যার ঝুঁকি থেকে যায়। এমনকী আচমকা স্ট্রোকও হতে পারে। আর তাই রক্ত পরীক্ষায় ডায়াবেটিস ধরা পড়লে প্রথম থেকেই সাবধানে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে রোজকারের খাবারের তালিকাতেও আনতে হবে বদল। ডায়াবেটিসে রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইনসুলিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু এটা মোটেও স্থায়ী সমাধান নয়।

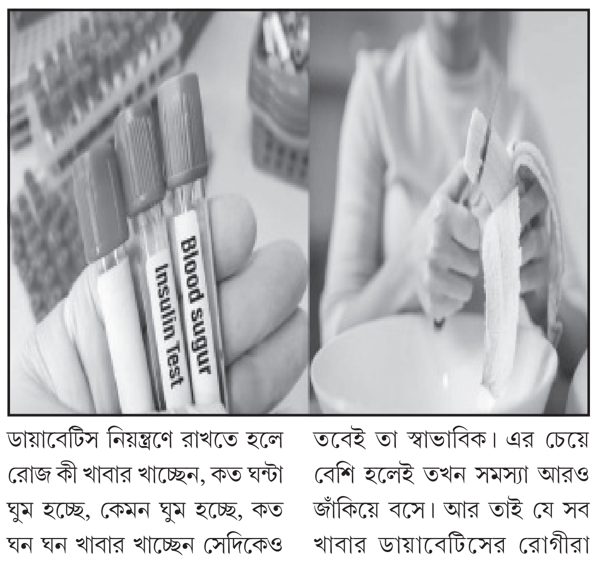

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে রোজ কী খাবার খাচ্ছেন, কত ঘন্টা ঘুম হচ্ছে, কেমন ঘুম হচ্ছে, কত ঘন ঘন খাবার খাচ্ছেন সেদিকেও নজর রাখতে হবে। ডায়াবেটিসের রোগীদের শরীরের নিত্য কার্যকলাপেও প্রভাব পড়ে। যে কারণে রোজ শরীরচর্চা জরুরি। অনেক সময় ডায়াবেটিসের রোগীরা এমন কিছু খাওয়ার খেয়ে ফেলেন যেখান থেকে শরীরে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। রক্তে শর্করার মাত্রা ১০০-এর মধ্যে থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। খাবার খাওয়ার আগে ৭০ এবং খাবার খাওয়ার ২ ঘন্টা পর ১৮০ এর মধ্যে থাকলে তবেই তা স্বাভাবিক। এর চেয়ে বেশি হলেই তখন সমস্যা আরও জাঁকিয়ে বসে। আর তাই যে সব খাবার ডায়াবেটিসের রোগীরা ছুঁয়েও দেখবেন না-

কলা- কলার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার, পটাশিয়াম, ভিটামিন বি ৬। কলা সারা বছর পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিও আসে কলা থেকে। তবে ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য তা একেবারেই ভাল নয়। একটি মাঝারি আকারের পাকা কলায় শর্করা থাকে ১৪ গ্রাম। তবে সুগার রোগীরা কাঁচা কলা খেতে পারেন। ব্রাউন রাইস- স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভাল হল ব্রাউন রাইস। এই চালের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। এছাড়াও ব্রাউন রাইসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট থাকে। যে কারণে এই চাল হজমের পরই অতিরিক্ত পরিমাণ শর্করা তৈরি হয়। আর এই শর্করা দ্রুত গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই ব্রাউন রাইস খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নেবেন।

মিষ্টি আলু- ডায়াবেটিসের রোগীদের মিষ্টি আলু খাওয়াও একেবারে ঠিক নয়। এই আলুতে ফাইবার আর ভিটামিন থাকলেও স্টার্চের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে। যে কারণে তাড়াতাড়ি রক্ত শর্করা বেড়ে যায়।

প্রাকৃতিক চিনি- সুগারে চিনি খাওয়া মানা। পরিবর্ত হিসেবে অনেকেই প্রাকৃতিক চিনি খান। তবে এই চিনি শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। এতে শরীরের একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। তাই চিনি এড়িয়ে চলুন। বিনা চিনিতে চা খান। তরকারিতে মিষ্টি খাবেন না।

শীত পড়তেই সর্দি,কাশিতে জেরবার? বাড়িতেই বানিয়ে নিন দোকানের স্টাইলে চিকেন মানচাউ স্যুপ

সিজন চেঞ্জ মানেই ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি কাশি লেগেই থাকে। সবে শীত পড়তে শুরু করেছে শহরে। দিনের বেলা গরম অনুভূত হলেও সকালের দিকে বেশ ঠাণ্ডা থাকে। এই ঠাণ্ডা গরমেই শরীর সবচাইতে বেশি খারাপ হয়। চট করে ঠাণ্ডা লেগে কফ বসে যায়। নাক দিয়ে জল পড়তে থাকে। আবার অনেকের ঠাণ্ডা লেগে জ্বরও বেসে যাচ্ছে। তাই এই ঠাণ্ডা লাগার সমস্যায় সবচাইতে বেশি কার্যকরী হল স্যুপ। শরীরের জন্য যেমন ভাল তেমনই খেলে গলার আরাম হয়। শীতে নানা রকম সবজি পাওয়া যায়। সবজি আর চিকেন দিয়ে তাই বাড়িতেই বানিয়ে নিন রেস্তোরাঁর স্বাদের চিকেন মানচাউ স্যুপ। ডিনারে একবাটি স্যুপ খেলেই পেট ভর্তি হয়ে যায়। যেহেতু সহজে হজম হয়ে যায় তাই আর অন্য কোনও

খাবারের প্রয়োজনও পড়ে না। দেখে নিন বানাতে কী কী লাগছে- সাদা তেল- ৩ চামচ, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচিট

চিকেনের টুকরো- ৩০০ গ্রাম (হাড়,সহ হলেও অসুবিধে নেই), আদা-রসুন বাটা,গাজর, ক্যাপসিকাম কুচি,বাঁধাকপি কোচানো,চিলি গার্লিক সস,সোয়া সস গোলমরিচের গুঁড়ো,স্প্রিং অনিয়ন,কর্নফ্লাওয়ার

যে ভাবে বানাবেন কড়াইতে তেল দিয়ে রসুন কুচি দিন। এরপর এতে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ দিন। ভাল করে কষে চিকেনের টুকরো গুলো দিন। স্বাদ অনুসারে নুন আর আদা রসুন বাটা দিন। এবার আড়াই লিটার জল দিয়ে ৫ মিনিট ফুটতে দিন। এবার চিকেনের টুকরো ভাল করে সিদ্ধ করে তুলে রেখে ওর মধ্যে সুইট কর্ন, বিনস, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, গাজর দিয়ে নাড়তে থাকুন। এবার ২ চামচ চিলি গার্লিক সস, সোয়া সস আর গোলমরিচ গুঁড়ো আর সামান্য চুলু ফ্লেক্স দিয়ে মিশিয়ে নিন ভাল করে। এবার সিদ্ধ করে রাখা চিকেন হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিন। এবার তা স্যুপের মধ্যে মিশিয়ে নিন। এবার অন্য একটি বাটিতে দেড় চামচ কর্নফ্লাওয়ার হাফ কাপ জলে গুলে নিয়ে স্যুপে মিশিয়ে দিন। এবার স্যুপ ভাল করে ফুটিয়ে গ্যাস অফ করে দিন। এবার সিদ্ধ করে রাখা ন্যুডলস তেলে ভাল করে ভেজে নিন। যেন কুড়মুড়ে থাকে। এবার স্প্রিং অনিয়ন উপর থেকে ছড়িয়ে মিশিয়ে নিন ভাল করে। এরপর কিন্তু বেশি গরম করবেন না। পরিবেশন করার আগে ন্যুডলস ছড়িয়ে দিন। বাটিতে স্যুপ ঢেলে পরিবেশন করার ঠিক আগে ন্যুডলস দিন। তবেই ক্রাঞ্চি ভাব বজায় থাকবে।

‘সরসো দা সাগ”-এ নিয়ন্ত্রণে থাকবে আম-বাঙালির কোলেস্টেরলও

শীত পড়তেই বাজার ভরে গিয়েছে সবুজ আনাজ আর শাকে। পালংশাক থেকে শুরু করে বাঁধাকপি সবই পাওয়া যাচ্ছে এখন। এমনকী পাঞ্জাবিদের প্রিয় ‘‘সরসো দা সাগ’’ও মিলছে বাজারে। যদিও বাঙালির রান্নাঘরে গোটা সর্ষে আর সর্ষে তেল চিরসাথী। আর এই শীতে যদি সর্ষে শাককে পাতে রাখেন, তাহলে আরও উপকার মিলতে পারে।

সর্ষে শাকের মধ্যে ভিটামিন কে, সি এবং বি৬ রয়েছে। এছাড়াও এই শাকের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। শীতে এই শাক খেলে শরীরে পুষ্টির চাহিদাও পূরণ হতে পারে।

ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরলের রোগীরাও সর্ষে শাক খেতে পারেন। সর্ষে শাকের মধ্যে ফাইবার রয়েছে। এটি উপাদানটি কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রাকে চট করে বাড়তে দেয় না। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও দূর করে সর্ষে শাক। আপনিও যদি শীতে এই সব সমস্যায় ভোগেন তাহলে ডায়েটে সর্ষে শাক রাখতে পারেন। কীভাবে সর্ষে শাকের চচ্চড়ি

বানাবেন, দেখে নিন সর্ষে শাক রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ:

৭৫০ গ্রাম সর্ষে শাক, ২৫০ গ্রাম পালং শাক, ২৫০ গ্রাম বেতে শাক, ২ কাপ জল, দেড় কাপ ভুট্টার আটা, ৪টে কাঁচা লঙ্কা, ১ ইঞ্চি আদা, ২টো পেঁয়াজ, ৬ কোয়া রসুন, ১০০ গ্রাম ঘি, আধ চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, আধ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, আধ চা চামচ ধনে গুঁড়ো।

সর্ষে শাক রান্না করার সহজ পদ্ধতি: প্রথমে তিন রকম শাক পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এবার তিন রকম শাকই একসঙ্গে প্রেসারে জল ও নুন দিয়ে সেদ্ধ করতে বসান। কম আঁচে রেখে সেদ্ধ করবেন। শাক সেদ্ধ হয়ে গেলে জল ঝরিয়ে নেবেন। এবার শাকগুলো ম্যাশ করে নিন। এর মধ্যে সামান্য ভুট্টার আটার মিশিয়ে নিন। এতে শাকে ঘনত্ব আসবে। এবার কড়াইতে সামান্য ঘি গরম করুন। এতে শাকটা দিয়ে দিন। একদম কম আঁচে রেখে রান্না করবেন। এবার এতে কাঁচা লঙ্কা ও আদা দিয়ে দিন। শাক যতক্ষণ না ঘন হয়ে আসছে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। এবার অন্য একটি কড়াইতে ঘি গরম করুন। এতে পেঁয়াজ কুচি, রসুন ও আদা কুচি, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো ও ধনে গুঁড়ো দিয়ে নেড়ে নিন। পেঁয়াজ বাদামি না হওয়া অবধি ভেজে নেবেন। এরপর এই মিশ্রণটি শাকের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। উপর দিয়ে এক চামচ ঘি ছড়িয়ে দিন। ব্যস তৈরি সর্ষে শাক। রুটি দিয়ে খেতে পারেন শাকের এই পদ।

বাজার ছেয়েছে মেথি শাকে, ডায়াবেটিসের রোগীরা কীভাবে খাবেন? রইল চচ্চড়ির রেসিপি

শরীরে ডায়াবেটিস বাসা বাঁধলে খাওয়া-দাওইয়া নিয়ে বিধি নিষেধ থাকে। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের শাকসবজি খাওয়া নিয়ে বিশেষ ভাবতে হয় না। বরং, শাকসবজি ও ফলই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আপনি রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। আর এখন শীতের মরশুম।

বাজার সবুজ আনাজে ভরে গিয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে শাকও। শীত আসলেই একমাত্র পালং শাক, সর্ষে শাক, লাল শাকের মতো পুষ্টিকর খাবারগুলো সহজেই পাওয়া যায়। এই তালিকায় রয়েছে মেথি শাকও।

ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য মেথি ভীষণ উপকারী। সারা বছর মেথি ভেজানো জল পান করেন শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য। শীতের মরশুমে মেথি ভেজানো জলের পাশাপাশি মেথি শাক খান। মেথি শাকের মধ্যেও ফাইবার, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রনের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। এছাড়াও এতে বিভিন্ন ভিটামিন রয়েছে। টাইপ-১ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের রোগীরা মেথি শাক খেতে পারেন। কিন্তু কোন উপায়ে খাবেন? মেথি শাকের চচ্চড়ি বানিয়ে নিন। মেথি শাকের চচ্চড়িতে সব রকম শীতকালীন সবজিও রয়েছে। এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভীষণ উপকারী। এছাড়াও এই পদ সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক মেথি শাকের চচ্চড়ির সহজ রেসিপি।

মেথি শাকের চচ্চড়ি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ:

১ আঁটি মেথি শাক, ৬-৭টা শিম, ২টো বেগুন, ২টো মাঝারি আকারের আলু, ৫-৬টা কড়াইয়ের ডালের বড়ি, স্বাদ অনুযায়ী নুন, ১/২ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ রাই সর্ষে বাটা, ২টো কাঁচা লঙ্কা, ১/২ কাপ সর্ষের তেল।

মেথি শাকের চচ্চড়ি তৈরি করার সহজ পদ্ধতি: মেথি শাক ভাল পরিষ্কার করে নেবেন। ডাঁটা সুদ্ধ শাক কেটে নিন। শিম টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। বেগুন ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। আলুও ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। কড়াইতে সামান্য তেল গরম করুন। প্রথমে বড়িগুলো ভেজে তুলে রাখুন।

এবার ওই কড়াইতে আরেকটু তেল গরম করুন। তেল গরম হলে পাঁচ ফোড়ন ও শুকনো লাল লঙ্কা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বের হলে এতে কেটে রাখা সমস্ত সবজি ও শাক দিয়ে দিন। এতে স্বাদ অনুযায়ী নুন ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে অল্প নেড়ে দিন। এবার আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। মিনিট দুয়েক পর ঢাকা সরিয়ে সামান্য জল দিন। আবার ঢালা দিয়ে দিন। শাকের জল শুকিয়ে এলে আরও একটু জল দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট পর ঢাকা সরিয়ে দেখুন শাক ও সবজি সেদ্ধ হয়েছে কিনা। মিশ্রণটি সেদ্ধ হয়ে গেলে এবার এতে ভেজে রাখা বড়ি ও সর্ষে ও কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দিন। মিশ্রণটা ভাল করে নেড়ে দিন। তরকারি মাখা মাখা হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ব্যস তৈরি মেথি শাকের চচ্চড়ি। গরম ভাতের সঙ্গে প্রথম ভাগে খান মেথি শাকের চচ্চড়ি।

গরম ভাতে বোয়ালের ঝোল

শীত মানেই জমিয়ে খাওয়া-দাওয়ার মরশুম। শীতের বাজারে হরেক রকম সবজি পাওয়া যায়। বেগুন, মূলো, কুমড়ো, শিম, গাজর, বিনস, টমেটো- যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই রঙিন আর রঙিন। এছাড়াও হরেক রকম মাছও পাওয়া যায় এই সময়ে। শিম, মূলো, বড়ি দিয়ে মাছের ঝোল খেতে এই সময় মন্দ লাগে না। বাঙালি মাছে-ভাতেই অভ্যস্ত। আর তাই শীতের রাতেও মাছের ঝোল খেলে মন্দ লাগে না। গরম ধোঁওয়া ওঠা ভাতের সঙ্গে সবজি দেওয়া মাছের ঝোল কিংবা মাখা-মাখা কারি খেতে বেশ লাগে। ট্যাংরা, পাবদা, পার্শে, রুই, কাতলা তো হামেশাই চলে। আজ শিখে নিন শীতের স্পেশ্যাল বোয়াল মাছের কারি। মা-ঠাকুমাদের হেঁশেলে এই রেসিপি খুবই স্পেশ্যাল। দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন- যা কিছু লাগছে, বোয়াল মাছ বড় সাইজের পাঁচ পিস, আদা বাটা এক চা চামচ, ৪-৫ টা কাঁচা লঙ্কা বাটা,হাফ চামচ কালোজিরে, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, এক চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো

সরষের তেল ৬ চা চামচ,নুন স্বাদ অনুযায়ী,ধনেপাতা কুচি এক চামচ যে ভাবে বানাবেন মাছের পিসগুলো ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার একটি থালায় মাছের পিসগুলো রাখতে হবে। হাফ চামচ হলুদ আর নুন মাখিয়ে ১ মিনিট রাখতে হবে। এক মিনিট এই ভাবে রাখার পর এতে এক এক করে আদা বাটা, লঙ্কা বাটা ও হাফ চা চামচ সরষের তেল মাখিয়ে দিতে হবে ভালো করে। সব উপকরণ সমান ভাবে মেশাতে হবে। কড়াই গরম করে তাতে সরষের তেল, কালোজিরে আর ১ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো ফেলে মাছ ভাজতে দিন। এই মাছ খুন ফাটে। তাই ঢাকা দিয়ে ভাজতে হবে। তিন মিনিট পর মাছ উল্টে-পাল্টে নিন। এবার ওতে ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে দিন। নামানোর আগে এক কাপ গরম জল দিন। গ্রেভি হয়ে এলে উপর থেকে সরষের তেল ছড়িয়ে দিন। গরম ভাতে বোয়ালের ঝোল দারুণ লাগে খেতে।

খিদেও কমবে, ওজনও বাড়বে না! রাতে এড়িয়ে চলুন এই খাবারগুলি

শরীর সুস্থ রাখতে সারাদিন কি খাচ্ছেন, তার প্রভাব অনেকটা। সকালের জলখাবার থেকে শুরু করে রাতের খাবার, প্রতিবার প্রতি খাবারের প্রভাব শরীরে পড়বেই। আর এখানেই কিছু বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, সারাদিনের মতোই রাতে কি খাবার খাচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে শারীরিক সুস্থতা।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অনুসারে, রাতের খাবারে আমরা অজান্তেই এমন কিছু খেয়ে ফেলি, যা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাহলে চলুন জেনে নিন উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য ঘুমানোর সময় যেসব খাবার খাওয়া উচিত নয় সেগুলি হল.

১)মশলাযুক্ত খাবার- আপনি যদি দেরি করে ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বিশেষ করে সব ধরনের মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ আপনার খাবার খাওয়ার সময় আর ঘুমনোর সময় যদি একদম কাছাকাছি হয় তাহলে হজমের খুব বেশি সমস্যা হতে পারে

২) রাতে দই নৈব নৈব চ- রাতে দই খাওয়া উচিত নয়। দই অনেকক্ষণ পেট ভরে থাকতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু রাত্রে অতিরিক্ত পেট ভরে গেলে তা থেকে অস্বস্তি হতে পারে। যেমন- বমি বমি ভাব, পেটে ব্যাথার মত সমস্যাও শুরু হয়ে যেতে পারে।

৩) চা এবং কফি:- অনেক লোক, বিশেষ করে ছাত্ররা রাতে জেগে থাকার জন্য চা এবং কফি খাওয়ার প্রবণতা রাখে। যদিও এটা অল্প পরিসরে সক্রিয় অনুভূতিতে সাহায্য করতে পারে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, দীর্ঘমেয়াদে এটি অনিদ্রা, উদ্বেগ, ঘুমের গভীরতা কমিয়ে দিতে পারে।।

৪)ভাজাভুজি এড়িয়ে যেতে হবে- দিনের যে কোনও সময়ে তেলে ভাজা খাবার এড়িয়ে যাওয়া ভালোই। রাতের খাবারে লুচি, পরোটা থেকে যত দূরে থাকবেন ততই ভালো। ঠিকমতো হজম না হলে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫) নুনের ক্ষেত্রে- আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অনুসারে, সন্ধ্যা ৭ টার পর নুন খাওয়ার পরিমান কমিয়ে দিতে হবে। তরকারিতে নুন খেলেও কাঁচা নুন সরিয়ে রাখুন। রাত্রে শরীরে সোডিয়ামের আধিক্য উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

৬)ফল খাওয়া যাবে না- আয়ুর্বেদ মতানুসারে, কোনও ঋতুতেই রাত্রে ফল খাওয়া উচিত নয়। ফল সাধারণত হালকা এবং ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার। যাঁদের ঠাণ্ডা লাগার ধাত রয়েছে, তাঁরা রাতে ফল খাওয়া থেকে দূরে থাকুন।

৭) অ্যালকোহল- অ্যালকোহলের অনুপস্থিতিতে অনেকেরই সামগ্রিক দিনটি অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কারণ এটি মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে ধীর করে দেয়। এর বেশ কিছু ক্ষতিকারক প্রভাব থাকতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদে এটি ঘুমের গভীরতা কমিয়ে দেয়। যা মানসিক চাপের জন্য মারাত্মকভাবে দায়ী হয়।

৮) মিষ্টি- আপনার রাতের খাবারের পরে ঘন ঘন মিষ্টি খাওয়া ভাল না। চিনি জাতীয় খাবার রাতে বেশি খেলে তা ঘুমের সমস্যার জন্য দায়ী হতে পারে। রাতে মিষ্টি খাওয়া আপনার ইনসুলিন প্রতিরোধের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ রাতের খাবারের পর অনেক শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অনুপস্থিতি থাকে। তাই, কিছু সময়ের মধ্যে এটি আপনার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

প্রয়াত বিধায়ক দীলিপ সরকারের মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা।

মান্ডির মানুষ উত্তর দেবেন, সুপ্রিয়ার কুরুচিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জবাব কঙ্গনার

মান্ডি, ১ এপ্রিল (হি. স.): অভিনেত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাওয়াতের প্রতি কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতের কুরুচিকর মন্তব্যের জবাব দেবে মান্ডির মানুষ। সোমবার এমনই জবাব দিলেন কঙ্গনা। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এ বিষয়ে আর কোনও কথা বলতে রাজি নন। সুপ্রিয়া যা বলেছেন, তার উত্তর মান্ডির সাধারণ মানুষ দেবে বলে জানান কঙ্গনা।

উল্লেখ্য, কঙ্গনা বিজেপির প্রার্থী হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া। যা নিয়ে জোর শোরগোল হয়। সুপ্রিয়ার মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনও। আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি জারি থাকাকালীন কোনও প্রার্থীকে অপরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে হলে ভেবেচিন্তে করতে হবে বলেও জানানো হয় কমিশনের তরফে।

একাধিক ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনে গেল বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধেও জমা পড়ল অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে সোমবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। সোমবার কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জমা দিয়েছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশনের দফতর থেকে বেরিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের সামনে বেশ কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেছি, প্রথমত রবিবার রামলীলা ময়দানে আইএনডিআই জোটের বৈঠক হয়েছিল। সেখানে, রাহুল গান্ধী বেশ কিছু কথা বলেছেন, যা গুরুতর প্রভাব-সহ অত্যন্ত আপত্তিকর। তিনি বলেন, 'এটি একটি ফিক্সড ম্যাচ'...তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনে সরকারের নিজস্ব লোক রয়েছে এবং ইভিএম ছাড়া নির্বাচন জেতা যায় না, তিনি আরও বলেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে...তিনি ''এক্স'' এবং ''ইনস্টাগ্রাম''-এ প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটি ছবিও পোস্ট করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি ধর্ষকদের বাঁচাতে নিজের জীবন দেবেন...এরকম নিম্ন- স্তরের রাজনৈতিক বক্তৃতা!...আমরা তাঁর হতাশা বুঝতে পারি। তাঁর আইএনডিআই জোট ভেঙে যাচ্ছে...আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলেছি শুধু নোটিশই যথেষ্ট নয়, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, 'দ্বিতীয় বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের। সন্দেশখালিতে যখন হিংসা হয়েছিল, তখন কলকাতা হাইকোর্ট বলেছিল যে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট এবং তাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ পদক্ষেপ, বস্তুনিষ্ঠভাবে তদন্তের আশা করা যায় না। এর পরে, ইডি-কে সেখানে পৌঁছতে হয়েছিল...তারা রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা আমাদের কর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য পোস্ট করেছে ''এক্স''-এ। এটি গোপনীয়তার লঙ্ঘন। আমরা এই বিষয়টিও তুলেছি।'

সোমবারও ফের উত্তপ্ত কোচবিহার

কোচবিহার, ১ এপ্রিল, (হি.স.): রবিবার সন্ধেবেলা দিনহাটা থেকে কোচবিহার ফেরার পথে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। পাল্টা তোপ দেগেছেন কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকে। সব মিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে সোমবারও ফের উত্তপ্ত কোচবিহার। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জেলার কিছু অংশে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদয়নবাবুর অভিযোগ, তাঁর গাড়ির কাঁচ ভাঙা হয়েছে। তাতে তিনি নিজে, তাঁর আপ্ত সহায়কও অল্প জখম হয়েছেন। এনিয়ে ঘুঘুমারি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা।

তৃণমূলের অভিযোগ, নিশীথ প্রামাণিকের মিছিল থেকে এই হামলা ঘটেছে। প্রতিবাদে পথে বসে অবরোধে শামিল হলেন তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী একটি ভিডিওতে এ নিয়ে সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন উদয়নবাবু ও তৃণমূলের ওপর। ৬ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে নিশীথ প্রামাণিক অভিযোগ করেছেন, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর ও ঘনিষ্ঠদের ওপর তৃণমূল লাগাতার হেনস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঝড়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়িতে রাজ্যপাল, নিহতদের পরিজনদের প্রতি ব্যক্ত করলেন সমবেদনা

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল (হি.স.): ঝড়ে বিধ্বস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সোমবার জলপাইগুড়ি পৌঁছেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন রাজ্যপাল। এই মুহূর্তে রয়েছেন জলপাইগুড়ির ক্লাব রোডের পূর্ত দপ্তরের বাংলোয়। এরপর জলপাইগুড়ির ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ায় নিহত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ সরকার (৫২)-র পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। সেখানে দিদির বাড়িতে এসে গতকাল ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ওই ব্যক্তি। এরপর তিনি যাবেন পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নিহত অনিমা বর্মন (৪৫)-এর বাড়িতে। সেখান থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাবেন রাজ্যপাল। সেখানে এই মুহূর্তে আহত ৪০ জন ভর্তি রয়েছেন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ময়নাগুড়ির (ধ্বংথাদ্রুথন্ড) বার্নিশে যাবেন তিনি। এদিন বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায়ও সেনপাড়ায় যান। স্বজনহারা পরিবারের পাশে দাঁড়ান তিনি।

প্রসঙ্গত, গতকাল কিছুক্ষণের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃত্যু হয় ৪ জনের। এর মধ্যে রয়েছেন জলপাইগুড়ির সেনপাড়ার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ সরকার (৫২), পাহাড়পুরের অনিমা বর্মন (৪৫), ময়নাগুড়ির পুটিমারির যোগেন রায় (৭২) এবং ময়নাগুড়ির রাজারহাটের সমর রায় (৬৪)।

আহত হয়েছেন অনেকেই।

জলপাইগুড়িতে ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের মৃত্যু ও প্রবল ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও উদ্বেগের বিষয় বলে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস মন্তব্য করেছেন। সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি রওনা হওয়ার আগে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের বলেন, এই ঘটনার পর গতকাল তাঁর সাথে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের সদস্য ও সচিবের বিশদে কথা হয়েছে। তাদের কর্মী ও ত্রাণ নিয়ে সেখানে পৌঁছানোর অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে এসেছেন।

সব সংস্থা একসঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করছে। তিনিও যেখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। ঘূর্ণিঝড়ে জলপাইগুড়ির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে যা করা সম্ভব, তা তিনি করবেন বলে রাজ্যপাল জানান। তিনি বলেন, বাংলা তথা গোটা দেশ তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত বলে রাজ্যপাল মন্তব্য করেন।

ঝড়ে দুর্গতদের সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.) : ঝড়ে দুর্গতদের সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সঙ্গে দুর্যোগের খবরাখবর নিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রবিবারের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসমের বেশ খানিকটা অংশও। এদিন তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন।

সোমবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''ঝড়ের কারণে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং মণিপুরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি।নিহতদের পরিবারের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।বিজেপির সমস্ত কার্যকর্তাদের এই সঙ্কটের সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার এবং তাদের সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করার আবেদন করছি।''প্রসঙ্গত, এর আগে ঝড়ে দুর্গতদের পাশে সব রকমভাবে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রক্তচাপ-সুগার এবং জ্বর-সর্দি-কাশির ওষুধ-সহপ্রায় ৮০০ ওষুধের দাম বৃদ্ধি

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): সোমবার ২০২৪-'২৫ আর্থিক বর্ষের প্রথম দিন থেকে বাড়ছে অত্যাবশক ওষুধের দাম। হোলসেল প্রাইস ইনডেক্সের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রক ওষুধের দামে নতুন ঊর্ধসীমা বসিয়েছে। তার ফলেই সামান্য হলেও মানুষের রোজকার প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম বাড়ছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। যদিও কার্যত সোমবার থেকেই খুচরো বাজারে ওষুধের দাম বাড়েনি। বেহালার একটি ওষুধের দোকানের অংশীদার বিশ্বনাথ বসু এই প্রতিবেদককে জানান, ''যতদিন দোকানগুলো বর্তমান মোড়কে ওষুধ বিক্রি করবে, বাড়তি দাম নিতে পারবে না। দোকানগুলো মজুতদারদের কাছ থেকে ওষুধ আনলে তাতে যদি নতুন মোড়কে নয়া দাম লেখা থাকে, তবেই বাড়তি দাম নেওয়া যাবে। এখানে দোকানগুলোর কার্যত কিছু করার নেই। ২০১৩ সালের ড্রাগ প্রাইস কন্টোল অর্ডার মোতাবেক ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ) বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, স্টেরয়েড, অ্যান্টিবায়োটিক, পেনকিলার (ব্যাথা-যন্ত্রণার ওষুধ), ভিটামিন, রক্তচাপ-সুগার-কোলেস্টেরল এবং জ্বর-সর্দি-কাশির মতপ্রায় ৮০০ ওষুধের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে।

তবে বিগত বছরের তুলনায় এবারের দাম বৃদ্ধি খুবই কম বলে মত বিশেষজ্ঞদের। কারণ, বিজ্ঞপ্তিতে এনপিপিএ জানিয়েছে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন উপদেষ্টামণ্ডলীর সুপারিশ মেনে, হোলসেল প্রাইস ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী ৭২৬ রকমের ওষুধের ঊর্ধসীমা স্থির করা হয়েছে। যা পুরনো দামের থেকে ০.০০৫৫১ু বেশি। সেখানে ২০২২-'২৩ অর্থিক বর্ষে ১০ু এবং ২০২৩-'২৪ অর্থিক বর্ষে ১২ু হারে দাম বৃদ্ধিতে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল।

দিলীপ ঘোষকে কড়া সতর্কতা কমিশনের

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): মহিলাদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে ''সেনসর'' করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ বাপারে কমিশন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং বীজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অভিযোগ, নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি (এমসিসি) লঙ্ঘনের অভিযোগে দিলীপবাবুকে নোটিশ দেয় নির্বাচন কমিশন। সেই জবাব পাওয়ার পরে আদেশে কমিশন জানিয়েছে, কমিশন নিশ্চিত যে দিলীপ ঘোষ অবশ্যই ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। একই সঙ্গে আদর্শ আচরণ বিধিও লঙ্ঘন করেছেন।

এর আগে কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, আদর্শ আচরণ বিধি লাগু থাকাকালীন জনসাধারণের উদ্দেশে বক্তব্যের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের। কমিশন সূত্রে খবর, এবার থেকে দিলীপ ঘোষের ক্ষেত্রে তাঁদের নির্বাচন-সংক্রান্ত যোগাযোগ বিশেষভাবে এবং অতিরিক্তভাবে কমিশন পর্যবেক্ষণ করবে। কমিশন জানিয়েছে, 'পাবলিক ডোমেনে' যোগাযোগ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য এবং এমসিসি নির্দেশিকাগুলির লঙঘন বা কোনও অবমাননাকর মন্তব্য থেকে বিরত থাকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে সতর্ক করা হয়েছিল আগেই । এমনকী রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী-নেতাদের সংবেদনশীল হওয়ার জন্য সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছিল কমিশন। এবার কমিশন জানিয়েছে, দলীয় প্রধানদের উচিত হবে সংবেদনশীল হওয়া । কোনও অসম্মানজনক মন্তব্যের জন্য তাদের নেতাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হবে বলেও জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ।একই সঙ্গে, কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকেও সতর্ক করেছে কমিশন। অভিযোগ উঠেছিল, মান্ডির বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাউতকে নিয়ে অশালীন পোস্ট করেছিলেন সুপ্রিয়া শ্রীনাতে।

ভোটের আগে স্বস্তিতে কংগ্রেস আয়কর মামলায় আপাতত রেহাই

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি. স.): লোকসভা ভোট পর্যন্ত খানিক স্বস্তি কংগ্রেসের। ভোট পর্যন্ত আয়কর বিভাগের ধরানো নোটিশের প্রেক্ষিতে বিপুল অঙ্কের টাকা মেটানোর চিন্তা দূর হল। লোকসভা ভোট পর্যন্ত কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনও টাকা আদায় করা হবে না বলে জানালো আয়কর বিভাগ।

আয়কর বিভাগের নোটিসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আবেদনের উপর সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। শুনানির সময় আয়কর বিভাগ আশ্বস্ত করে যে আপাতত এ বিষয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এরপর সব পক্ষের কথা শুনে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে শুনানি ২৪ জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়।

আয়কর দফতরের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে বলেন, ''কংগ্রেসের কাছ থেকে টাকা আদায়ে লোকসভার আগে কোনও পদক্ষেপ করবে না আয়কর দফতর। ভোটের আগে যাতে কোনও রাজনৈতিক দলের সমস্যা না হয় সেকথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।''

কংগ্রেস শনিবারই ঘোষণা করেছে শুক্রবার প্রায় ১৭০০ কোটি টাকার আয়কর নোটিস পেয়েছে। ২০১৪-'১৫ এবং ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের জন্য ১,৭৪৫ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে। এর আগে ১৯৯৪-'৯৫, ২০১৭-'১৮ থেকে ২০২০-'২১ অর্থবর্ষের জন্য আয়কর নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সেই অঙ্কটা ছিল প্রায় ১৮০০ কোটি। ফলে সব মিলিয়ে মোট ৩,৫৬৭ কোটি টাকা জরিমানা দিতে বলা হয়েছে কংগ্রেসকে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর বিভাগকে অপব্যবহার করে কংগ্রেসকে আর্থিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা করছে লোকসভা নির্বাচনের আগে। এরপরই আজ আয়কর বিভাগ সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, '২৪ জুলাই পর্যন্ত আয়কর মামলায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না'।

গার্ডেনরিচকাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক, ধৃত বেড়ে তিন

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): গার্ডেনরিচকাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক। এ নিয়ে এই ঘটনায় গ্রেফতারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল তিন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম শেখ রিপন। তিনি গার্ডেনরিচের ভেঙে পড়া বাড়িটির নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন। পাশাপাশি অন্য শ্রমিকদের দেখাশোনার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর।

রিপনকে বকুলতলা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে বিপর্যয়ের ঘটনায় ওই বহুতলের প্রোমোটার মহম্মদ ওয়াসিম ওরফে ওয়াসিকেকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। পরে যে জমির উপর ওই বহুতলটি তৈরি হচ্ছিল, সেটির মালিক মহম্মজ সরফরাজ ওরফে পাপ্পুকেও গ্রেফতার করা হয়।

রাহুলের ''গণতন্ত্রকে হত্যা'' মন্তব্যের সমালোচনা করলেন কঙ্গনা, কংগ্রেস নেতাকে কটাক্ষ অভিনেত্রীর

মান্ডি, ১ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর গণতন্ত্রকে হত্যা মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন অভিনেত্রী তথা হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাউত। সোমবার কঙ্গনা বলেছেন, 'যদি গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়, তাহলে আমরা কিসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি? জনগণকে প্রভাবিত করা, তাঁদের সমর্থনের জন্য অনুরোধ করা, আপনার প্রতি তাঁদের আস্থা ও সমর্থন এবং আপনার সঙ্গে তাদের জোটবদ্ধতা - এগুলো কি গণতন্ত্রের হত্যা? এটি গণতন্ত্রের হত্যা নয়? এটাই গণতন্ত্র। হয়তো তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা জানেন না।'

উল্লেখ্য, কঙ্গনাকে কুরুচিকর মন্তব্য করার জন্য কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে কড়া সমালোচনা করেছে নির্বাচন কমিশন। এ প্রসঙ্গে কঙ্গনা বলেছেন, 'আমি ইতিমধ্যে এই বিষয়ে অনেকবার বলেছি, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (জয়রাম ঠাকুর)ও এই বিষয়ে কথা বলেছেন। আমরা মর্মাহত। মান্ডির ভোটাররা এর জবাব দেবেন, আমাদের বারবার এর উত্তর দিতে হবে না।'

ওডিশা দিবসে জনগণকে উষ্ণ শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.) : উৎকল দিবসে জনগণকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে এ ব্যাপারে বার্তা দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, ''ওড়িশা তার বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। এই রাজ্যের সহনশীল মানুষ ওড়িশা ও দেশের উন্নয়নে মহান অবদান রেখেছে। ওড়িশা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনেক ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে, যাঁদের মধ্যে রয়েছে আধুনিক ভারতের বেশ কিছু নির্মাতা। ভগবান জগন্নাথ রাজ্য এবং এর জনগণকে আরও সাফল্য এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করুন!''

১৫৬৮ সালে শেষ রাজা মুকুন্দ দেবের পরাজয় ও মৃত্যুর পর সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক পরিচয় হারায় তৎকালীন উড়িষ্যা। অনেক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩৬-এর ১ এপ্রিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে কোরাপুট জেলা এবং গঞ্জাম জেলাকে যুক্ত করে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের বাইরে ভাষাগত ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে রাজনৈতিকভাবে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়।

চালসায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

চালসা, ১ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার ভোরে চালসার এক বেসরকারি হোটেলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকালে পাদ্রী কুঠির বাসিন্দারা পানীয় জলের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ওই হোটেলের সামনে জড়ো হন। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকী, তৃণমূলের নেতা দীপক ভুজেল। তাঁরা এসে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা ফের সেখান থেকে চলে যান।

জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকী বলেন, এদিন এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের স্থায়ী সমাধানের আবেদন করতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের বিষয়টি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রায় বছর চারেক আগে এলাকাবাসীকে পানীয় জলের পরিষেবা দেওয়ার জন্য জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের তরফে কাজ শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর হঠাৎ করেই সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

লখনউতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু, আহত একাধিক

লখনউ, ১ এপ্রিল (হি.স.) : লখনউতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে লখনউয়ের পিজিআই থানা এলাকায় একটি দ্রুতগামী অটো এবং টেম্পোর সংঘর্ষে একটি বিশাল দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আডবানীকে ভারতরত্ন, জয়রামের কটাক্ষকে তোপ তথাগতর

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): লালকৃষ্ণ আডবানীকে ভারতরত্ন প্রদান অনুষ্ঠানের একটি বিষয়ে জয়রাম রমেশের কটাক্ষকে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার তথাগতবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''একজন ডুবন্ত মানুষ খড়কে আঁকড়ে ধরে। জয়রাম রমেশ এল কে আডবাণীজিকে ভারতরত্ন দেওয়া নিয়ে খোঁচানোর চেষ্টা করেছেন - প্রধানমন্ত্রী বসে থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভাল চেষ্টা, এবার ছবিটা দেখে নিন।

ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি সহ আদিবাসী বৈচিত্র্যে পূর্ণ ওডিশা : মোহন যাদব

ভোপাল, ১ এপ্রিল (হি.স.) : ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি সহ আদিবাসী বৈচিত্র্যে পূর্ণ ওডিশা, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই কথা লিখেই ওডিশার প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সোমবার ওডিশার প্রতিষ্ঠা দিবসে ওই রাজ্যের নাগরিকদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, 'ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি সহ আদিবাসী বৈচিত্র্যে পূর্ণ ওডিশার প্রতিষ্ঠা দিবসে ওডিশার নাগরিকদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। ভগবান শ্রী জগন্নাথজির কাছে প্রার্থনা রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করুন এবং নাগরিকদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি বাড়ুক।'

কেজরিওয়াল একজন শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী : প্রিয়াঙ্কা কক্কর

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.) : আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল একজন শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী, এই মন্তব্য করেন এএপি দলের জাতীয় মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা কক্কর। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলে ভগবদ গীতা, রামায়ণ সহ তিনটি বই নিজের কাছে রাখার অনুমতি চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এএপি দলের জাতীয় মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা কক্কর সোমবার একথা বলেন।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে সোমবার কর্পোরেটর রত্ন দত্ত সহ অন্যান্যরা।

ভোট দেবেন

● প্রথম পাতার পরণ

সালে কমিউনিস্ট সমর্থকরাও ভোট দিয়েছিল বলেই এক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শুন্য থেকে সরকার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। জন-সংযোগের মাধ্যমে কমিউনিস্ট কর্মী সমর্থকদের কাছে আনার জন্য দলীয় কর্মীদের পরামর্শ দিলেন। তিনি অভিযোগ করেন কমিউনিস্টরা রাজ্য এবং রাষ্ট্রের উন্নয়ন চায় না। চীন দ্বারা ভারতে আক্রমণ বা ভারতের জমি অধিগ্রহণ তারা সমর্থন করে। কারণ এই দলের নীতি আদর্শ সবই চীনের। রাজ্যের মানুষকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে এতদিন ক্ষমতায় টিকেছিল তারা। যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে বা সুন্দর আগামীর দিশা দিতে ব্যর্থ বিগত বামফ্রন্ট সরকার অন্যদিকে তাদের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যে নেশা কাজ আমদানি করে। নেশার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয় ত্রিপুরা। রাজ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। চাঁদার জুলুম থেকে রেহাই পায়নি কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। সরকারি কর্মচারীদের স্কেলের উপর নির্ধারিত হতো কত শতাংশ কমিশন তাদের দলীয় খাতে জমা করতে হবে।

শ্রমিক মেহনতি মানুষের দোহাই দিয়ে পরোক্ষে তাদের পিছিয়ে রেখেছিল কমিউনিস্টরা। কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য বিজেপি সরকারের সময়ে সমস্ত অংশের মানুষের কল্যাণ হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনে রামনগর উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি কে রেকর্ড ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

বিলোনীয়ায় আশীষের

● প্রথম পাতার পর

আবেদন জানিয়েছেন বিলোনিয়াবাসীর কাছে। সোমবার সকাল থেকে শুরু হয় নির্বাচনী প্রচার। সাথে ছিলেন বাম কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। এদিন প্রথমে সকাল ৮ টায় বনকর নদীর উত্তর পারে পথসভা দিয়ে শুরু হয় এই দিনে নির্বাচনে কর্মসূচি,এরপর হুটখোলা গাড়িতে রোড শো করে বিলোনিয়া শহর পরিক্রমা করেন এক নং টিলাতে হয় পথসভা, পরক্ষণে সেখান থেকে রোড শো করে আর্য কলোনীতে হয় পুনরায় অনুরূপ পথসভা।

এ দিনের পথ সভা এবং রোড শোতে প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর বিলোনিয়ার দুই বিধায়ক দীপঙ্কর সেন অশোক মিত্র সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার সহ সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে এবং কর্মী সমর্থকরা।

৫ যুবক

● প্রথম পাতার পর

আরও জানিয়েছেন, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ধর্মনগর থেকে করিমগঞ্জের দিকে যাওয়া এএস২৪সি ৬১৭১ নম্বরের দ্বিতীয় বাসটি আটক করে। দ্বিতীয় বাসটি আরও তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৭ কেজি গাজা উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

৩৯০ বোতল

● প্রথম পাতার পর

মন্ডল বলেন এয়ারপোর্ট থানার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানা এবং ভাগলপুর বিওপির যৌথ অভিযানে ভাগলপুর এলাকার কুখ্যাত নেশা কারবারি দুলাল সরকারকে তার নিজ বাড়ি থেকে ৩৯০ বোতল ফেনসিডিল সমেত আটক করতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।যার মামলা নাম্বার ৩০/২০২৪।

সোমবার পাঁচ দিনের রিমান্ডে আবেদন করে নেশা কারবারি দুলাল সরকারকে আদালতে প্রেরণ করা হবে এবং বিস্তারিত জানান এই অভিযান নিয়ে এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নির্বাচনের সময় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি. স.) : এবারে দীর্ঘতম তাপপ্রবাহের মরশুম আসতে চলেছে মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। আইএমডি—র ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র সোমবার জানিয়েছেন, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

আবহাওয়া দফতর সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, তাপপ্রবাহ চলকালীন একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বয়স্ক ও শিশুরা যেন কোনওভাবেই বাড়ির বাইরে বের না হন। প্রসঙ্গত, শীঘ্রই শুরু হয়ে যাচ্ছে লোকসভা ভোট। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী তাপপ্রবাহের মধ্যেই ভোট দিতে যেতে হবে আমজনতাকে।

বাধা সত্ত্বেও আহতদের সঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে দেখা করলেন শুভেন্দু

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল, (হি.স.): প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহতদের দেখতে হাসপাতালে গিয়ে সোমবার বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। যদিও সেসবকে পাত্তা না দিয়েও ভিতরে চলে যান তিনি। কথা বলেন আহতদের সঙ্গে।রবিবার বিকেলের কয়েক মিনিটের ঝড় লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি এলাকা। মৃত ৫। জখম বহু। তাঁরা চিকিৎসাধীন জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে। রবিবার রাতেই আহতদের দেখতে উত্তরবঙ্গ ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি যান শুভেন্দুবাবু।সকাল থেকে হাসপাতালে ভিড় ছিল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। এদিন সকালে শুভেন্দুবাবু হাসপাতালে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। সে সব এড়িয়ে ভেতরে গিয়ে দুর্যোগে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা। সকলের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। আশ্বাস দেন পাশে থাকার।এর পর সেখান থেকে তিনি সোজা চলে যান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বার্নিশে। কথা বলেন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে। ত্রাণ শিবিরেও যান শুভেন্দু।

"উত্তরবঙ্গে তৃণমূল অভাবনীয় ফল করবে", দাবি অভিষেকের

দার্জিলিং, ১ এপ্রিল, (হি.স.): "এবার উত্তরবঙ্গে তৃণমূল অভাবনীয় ফল করবে।" সোমবার এই দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহর উপর আক্রমণের ঘটনায় তিনি বলেন, 'বারাবার বিজেপি হিংসার রাজনীতি করছে। বারবার আক্রমণ করা হচ্ছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের পরিস্থিতি নষ্ট করা হচ্ছে। আমরাও অনায়াসে এসবের জবাব দিতে পারি। আমরা জবাব দিলে তারা সেই জবাব সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আমরা বুলেটের জবাব ব্যালটে দেব।"অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'এখন বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী ছবি তোলার জন্য এসব করছেন। তাহলে প্রধানমন্ত্রীকেই বা তা করতে কে বাধা দিয়েছে? তিনি তো এতো সম্মেলন, সাফারিতে যান। ছবি দেন। এখন কেন করলেন না?'এ দিন অভিষেক শিলিগুড়িতে পৌঁছেই জলপাইগুড়ির ঝড়ে আহত দুই শিশুকে দেখতে যান। সোমবার দুপুরে তিনি কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে শিলিগুড়ির এসএফ রোডের নার্সিংহোমে যান। সেই বেসরকারি নার্সিংহোমে রোহিত রায় (১৪) ও পিহু রায় (আড়াই বছর) নামে দুই শিশুর সঙ্গে দেখা করেন।

জিতলে তৃণমূলের দখল করা পার্টি অফিস বামেদের ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস নিশীথের

কোচবিহার, ১ এপ্রিল, (হি.স.): লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরে বামেদের বেদখল দলীয় দফতরগুলি তৃণমূলের হাত থেকে দখলমুক্ত করে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহার লোকসভার বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। বিনিময়ে বামপন্থী ভোটারদের কাছে ভোট নষ্ট না করে 'সঠিক জায়গায় দেওয়ার' অনুরোধ করেছেন তিনি।মাথাভাঙ্গার মহকুমার শীতলখুচি বিধানসভা কেন্দ্রের গোলকগঞ্জ বাজারের মাঠে নির্বাচনী সভায় সোমবার কোচবিহার কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী নিশীথবাবুর ঘোষণা, তিনি এ বার ভোটে জিতলেই তৃণমূলের হাতে বেদখল দলীয় দফতরগুলি বাম দলগুলিকে ফিরিয়ে দেবেন।ওই সভায় তাঁর সমর্থনে প্রধান বক্তা হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়-সহ অন্য নেতা-নেত্রীরা।

দম থাকলে আমাকে আটকে দেখান', হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের

পশ্চিম বর্ধমান, ১ এপ্রিল, (হি.স.): 'আমি সব এলাকায় যাব। মেদিনীপুরে মাফিয়া রাজ শেষ করেছি। বর্ধমান-দুর্গাপুরেও শেষ করব। দিলীপ ঘোষকে আটকাবার দম থাকলে আটকে দেখান।' সোমবার এরকম ভাষাতেইহুঁশিয়ারি দিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।অভিযোগ, ভাতার, মন্তেশ্বরে বিজেপির দেওয়াল মুছে দেওয়া হচ্ছে। দেওয়ালে লিখতে দেওয়া হচ্ছে না। মন্দিরে গেলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সেখানকার বিধায়কের এলাকাতেই এই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ বিজেপির। সেই বিষয়েই দিলীপবাবু ওপরের কথাগুলো বলেন।সাতসকালে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সোমবার দুর্গাপুরের মাঠে প্রাতঃভ্রমণ সেরে বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদকে তীব্র ভাষায় বলেন, 'দলের লোকেরা এমন তাড়া করল যে মন্দিরের ভিতর ঢুকতে হলো তাঁকে।'

লোকসভা নির্বাচনে লালু জির পরাজয় অনিবার্য : সম্রাট চৌধুরী

পাটনা, ১ এপ্রিল (হি: স) : প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভয়ে লালুজি মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের আশ্রয় নিচ্ছেন, এই মন্তব্য করেন বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব সোনপুরের হরিহর নাথ মন্দিরে প্রার্থনা করেন। সোমবার এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একথা বলেন।

সোমবার সম্রাট চৌধুরি আরও বলেন, আমি কামনা করি লালু জি সুস্থ থাকুন, কিন্তু আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁর পরাজয় অনিবার্য। এই দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ভালোবাসেন এবং তাঁকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করতে চান। বিহার রাজ্যের ৪০টি আসনেই প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং নীতীশ কুমারের জুটি সুপারহিট রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শাসক রাকেশ চক্রবর্তী সহ প্রশাসনিক দল। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও ঝরে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ করে চলেছেন প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বাড়ি ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব জানার চেষ্টা করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একাংশ। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারিভাবে সাহায্য প্রদানে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেবে আশ্বাস দিয়েছেন।

বীরভূমে কংগ্রেসের পাঁচ কর্মীকে দল থেকে 'সাসপেন্ড'

বীরভূম, ১ এপ্রিল (হি.স.) : পদত্যাগী আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধরের প্রার্থী হওয়ার পর কিছু দলীয় কর্মীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পাঁচজনকে 'সাসপেন্ড' করার সিদ্ধান্ত নিল কংগ্রেস।

সোমবার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ও বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ সহ অন্যান্য নেতারা বৈঠক করেন। এই বৈঠকের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মিল্টন রশিদ জানান, মৃণাল বোস (জেলা কংগ্রেসের কার্যকরি সভাপতি), সঞ্জয় অধিকারী (প্রাক্তন সভাপতি, অধুনা পদহীন), প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি-র সদস্য অপূর্ব চৌধুরী, রথীন সেন, সত্যব্রত ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। অধীর চৌধুরী মৌখিকভাবে সাসপেন্ড করেছে তাঁদের, দাবি করেন মিল্টন।

বিজেপি-র দেবাশিস ধরকে প্রার্থী করার পরেই এই নেতাদের "আচরণ" বদলে গিয়েছিল বলে দাবি মিল্টনের। তিনি বলেন, "এরা অনেকেই দলটাই করেন না। কিন্তু, কংগ্রেসের নাম ভাঙিয়ে দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। দেবাশিস ধর এই বীরভূম জেলায় কর্মরত ছিলেন। সেই সূত্রে এখানকার দু'একজন নেতার সঙ্গে তাঁর দারুণ সম্পর্ক।মিল্টনের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে বাম কংগ্রেস জোট যখন তৃণমূল এবং বিজেপিকে আটকানোর রাস্তায় প্রায় পৌছে গিয়েছে সেই সময় কিন্তু, দেখলাম দেবাশিস ধর প্রার্থী হওয়ার পর তাঁদের আচার আচরণ এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে কংগ্রেসের কিছু শতাংশ ভোট যাতে দেবাশিস ধরের দিকে যায় সেই চক্রান্ত করছিল।

বহিষ্কার প্রসঙ্গ সামনে আসার পরেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন মৃণাল বসু। তিনি বলেন, "অধীর চৌধুরী কেন বহিষ্কার করলেন সেটা তিনিই বলতে পারবেন। কিছু অভিমান ছিল, আর তা থাকতেই পারে। আমরা তা নিয়ে অধীর চৌধুরীকে অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, তিনি শোনেন না। ভাবেন এখানে মিল্টন ছাড়া আর কেউ নেই। অধীর চৌধুরী তো আমাদের বহিষ্কার করতে পারেন না, বহিষ্কার করতে গেলে এআইসিসি করবে।" প্রার্থী নির্বাচনের আগে আলোচনার প্রয়োজন ছিল বলে দাবি করেন মৃণালবাবু।

ভেড়ির ব্যবসার নামে কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ শাহজাহানের নামে

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.): ভেড়ির ব্যবসার নামে কালো টাকা সাদা করতেন শাহজাহান। ভুয়ো ভেড়ির মালিকদের কাছ থেকে মাছ কেনার নামে চলত কালো টাকা সাদা করার কাজ। সোমবার বিশেষ আদালতে বিস্ফোরক অভিযোগ করল ইডি।

তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীর দাবি, আদিবাসীদের জমি দখলদারি সিন্ডিকেটের মূলচক্রীও ছিলেন সন্দেশখালির "বেতাজ বাদশা"। শাগরেদদের সামনে রেখে চলত সেই দখলদারিও। আর সেই কাজ করত শেখ শাহজাহান ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। এই বিরাট ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস করতে সন্দেশখালির বেতাজ বাদশাকে নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল ইডি। তাদের আর্জি মঞ্জুর করে শাহজাহানকে ১৪ দিনের ইডি হেফাজত দিয়েছে আদালত।

শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখানেই একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করেন তদন্তকারী সংস্থা। তাদের দাবি, এসকে সাবিনা নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করত। তারা ভুয়ো ভেড়ি মালিকদের কাছ থেকে মাছ কিনত। আর এর আড়ালেই সাদা হত কালো টাকা। ইডির আরও দাবি, 'এই সিন্ডিকেটে আরও অনেক জড়িত। তাঁদের চিহ্নিত করা গিয়েছে।' দ্রুত তাদেরও গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করছে ইডি। সন্দেশখালির মানুষকে বিচার দিতে না পারলে তা দেশের মানুষের কাছে অভিশাপ হবে বলে আদালতে দাবি করে ইডি।

প্রিসাইডিং অফিসাররের দায়িত্ব পেয়ে চিন্তায় মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্রুপ ডি কর্মীরা

বাঁকুড়া, ১ এপ্রিল (হি: স) : কেউ গ্রুপ ডি কর্মী, কেউ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কিন্তু অষ্টম শ্রেনী পাশ বা মাধ্যমিক পাশ করতে পারেননি।

আবার অনেকেই আছেন হিন্দি ভাষি। বাংলা লিখতে পড়তে জানেন না। অথচ এদেরকে ই প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এইসব কর্মীদের ভোট কর্মী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করে আগামী ৬ ও ৭ এপ্রিল ট্রেনিং নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানেই গোল বেঁধেছে। কারণ এদেরকে প্রিসাইডিং অফিসারের ট্রেনিং নিতে বলেছে জেলা নির্বাচন দফতর। ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৩২৯ জন কর্মীর নাম ডিভিসির এমটিপিএস প্রকল্পে পাঠিয়েছে জেলা নির্বাচন কমিশন। মাঝে রবিবার ছুটি থাকায় কর্মীরা চুপ ছিলেন। সোমবার অফিস খুলতেই এই সব প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বে আমন্ত্রণ পাওয়া ডিভিসি কর্মীরা প্রকল্পের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প প্রধান সুশান্ত যন্নীগ্রাহীকে ঘিরে ধরে তাঁদের সমস্যা তুলে ধরেন। প্রকল্প প্রধান তাঁদের কথা শুনে বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। তিনি বাঁকুড়ার জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলবেন। অনুরোধ করবেন আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের যেন প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই আশ্বাস পাওয়ার পরই কর্মীরা নিজেদের কর্মস্থলে ফিরে যান।

আহত হওয়ার খবর সামাজিক মাধ্যমে জানালেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): সোমবার নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে একটি 'স্টোরি' পোস্ট করেন "মিতিন মাসি" কোয়েল মল্লিক। তিনি শ্যুটিং সারছিলেন আসন্ন "একটি খুনির সন্ধানে মিতিন" ছবির। তারই একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শ্যুটিং করতে গিয়ে রবিবার আহত হয়েছেন কোয়েল।

এদিন তিনি লেখেন, "৩১ মার্চ "একটি খুনির সন্ধানে মিতিন..."-এর একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শ্যুটিং করার সময় আমি আহত হই। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মেডিকা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষা করে ও এক্সরে করে ডান হাতের আলনা হাড়ের শ্যাফটে চিড় ধরা পড়েছে। হাতের জন্য কাস্ট দেওয়া হয়েছে এবং ডাক্তার বিকাশ কপূরের পরামর্শে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠব।"

আপাতত তাঁর সুস্থতার অপেক্ষায় সকলে।

গত বছর পুজোয় মুক্তি পায় অরিন্দম শীল পরিচালিত "জঙ্গলে মিতিন মাসি"। এরপর তাঁকে দেখা যাবে খুনির সন্ধান করতে। সেখানে রয়েছে একাধিক অ্যাকশনও। তেমনই একটি দৃশ্যের শ্যুটিংয়ে হাতের একটি বিশেষ হাড় ভেঙেছে তাঁর। আপাতত প্লাস্টার নিয়ে বাড়িতেই রয়েছেন। বিশ্রামে রয়েছেন। সূত্রের খবর, আপাতত শ্যুটিং কিছুদিন বন্ধ থাকবে। মিতিন মাসি সিরিজের "মেঘের পরে মেঘ" গল্প অবলম্বনে এই ছবি তৈরি হচ্ছে বলে খবর।

বালুরঘাটে মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র

বালুরঘাট, ১ এপ্রিল (হি.স.) : মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। প্রাক্তন দুই সভাপতি মৃণাল সরকার ও গৌতম দাস সহ তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর তিন ভাই, ইটাহারের বিধায়ক মোসারফ হোসেন, কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল। এছাড়াও ছিলেন জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার দুপুরে বালুরঘাটে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন বিপ্লব মিত্র। সব নথি খতিয়ে দেখার পর জেলাশাসকের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন বিপ্লব মিত্র। এরপর বালুরঘাট শহরে মিছিল করেন তিনি।মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিপ্লব মিত্র। তিনি বলেন, 'সবাই আমরা একসঙ্গে আছি। একসঙ্গেই কাজ করছি। এটাই তৃণমূল কংগ্রেস। যখন লড়াই হয় তখন সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকে। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না।'

বাগডোগরায় নেমে সুকান্তকে নিশানা অভিষেকের, গেলেন শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে

বাগডোগরা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): উত্তরবঙ্গে পৌঁছেই বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কাছাকাছি থেকেও কেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রবিবার রাতেই বিপর্যস্ত জলপাইগুড়ির পরিস্থিতি পরিদর্শনে এলেন না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

পাশাপাশি, তৃণমূলের 'সেনাপতি' জানান, কেন রাতেই তড়িঘড়ি কলকাতা থেকে জলপাইগুড়িতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার বিকেলে বাগডোগরা বিমান বন্দরে নেমে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, "২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই সব জেলার আসনগুলিতে তো বিজেপি জিতেছিল। কিন্তু তাঁদের কাউকেই দেখা গেল না। সুকান্ত মজুমদার কোথায়? উনি তো কাছেই থাকেন। এখনও তাঁর সময় হল না ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দেখতে আসার?"

অভিষেক বিশেষ করে আক্রমণ শানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। এ দিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা কোনও রাজনীতি করতে চাই না। সবাইকে একজোট হয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এখন বিজেপি রাজনীতি করতে চাইছে।

এ প্রসঙ্গেই অভিষেক জানান, কেন মুখ্যমন্ত্রী রাতেই উত্তরবঙ্গে চলে এসেছেন। তিনি বলেন, "সকালে হাসপাতালে গেলে অনেক সমস্যা তৈরি হতে পারে। নানা প্রোটোকল থাকে। কাজে অসুবিধা হতে পারে। সেই জন্য উনি রাতে চলে এসেছেন। গ্রামে গিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কথা বলতে। হাসপাতালে গিয়েছেন। তদারকি করেছেন।"

"ইডি সিবিআই ছুঁলে ৪২ ঘা", হুঁশিয়ারি দিলীপের

পশ্চিম বর্ধমান, ১ এপ্রিল, (হি.স.): "আগে বলতো পুলিশ ছুঁলে ১৮ ঘা আর এখন ইডি সিবিআই ছুঁলে ৪২ ঘা। যারা চুরি করেছেন তাদের ভগবান ও বাঁচাতে পারবে না।' সোমবার এই মন্তব্য করেন আগামী লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।রবিবার মহুয়া মৈত্রর সমর্থনে নদিয়ার ধুবুলিয়ায় সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ভোটের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার 'সক্রিয়তা' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। দলের প্রার্থী এবং নেতাদের বলে দেন, ইডি-সিবিআই তলব করলে তাদের যেন জানিয়ে দেন যে ভোটের পর দেখা করবেন। মমতার দাবি, ভোটের সময় এ সব করা যায় না। পাশাপাশি, সংসদ থেকে মহুয়ার বহিষ্কার নিয়েও বিজেপিকে নিশানা করেছেন তিনি।এই প্রসঙ্গেও সাংবাদিকরা দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া চাইলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ইডি-সিবিআই ডাকলে না গেলে কী হয় পার্থ আর অনুব্রতকে দেখলেই বুঝে যাবেন।" এর পর তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'ফুলের ওপর দিয়ে হাঁটার জন্য দিলীপ ঘোষ আসেনি আগুনের উপর হাঁটার জন্য।'

মৃদু ভূমিকম্প উত্তরবঙ্গের কিছু অংশে

আলিপুরদুয়ার, ১ এপ্রিল, (হি.স.): ভয়াবহ ঝড়ের পর এবার ভূমিকম্প। সোমবার ভূমিকম্প হল আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ফালাকাটর কিছু অংশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ২.৮।এদিন বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে কেঁপে ওঠে ওই এলাকা। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল আলিপুরদুয়ার বলেই জানা গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। সতর্ক রয়েছে প্রশাসনও। প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ির পাশাপাশি রবিবারের ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়েছে আলিপুরদুয়ারেরও একাংশ। সোমবার জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি এক রকম ঝুঁকি নিয়েই আলিপুরদুয়ারে এসেছেন।

অধীর বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূলকে

মুর্শিদাবাদ, ১ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূলের দিকে। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "বহরমপুরে যদি তৃণমূল জিতে যায়, তাহলে রাজনীতি থেকেই অবসর নিয়ে নেব।"

উনিশের লোকসভা ভোটে বহরমপুরে অধীর চৌধুরীকে পরাস্ত করতে আদাজল খেয়ে সেখানে পড়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু তখনও তৃণমূলে এবং মুর্শিদাবাদের পর্যবেক্ষক। কিন্তু শেষমেশ ৮১ হাজারের বেশি ব্যবধানে বহরমপুরে জিতে যান অধীরবাবু।বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে কে জিতবে? এই প্রশ্ন নিয়ে এখন নানা চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। আর এমন আবহে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী কার্যত বোমা ফাটালেন। শুভেন্দুবাবু এখন বিজেপিতে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন সোনামুড়া মহকুমার নিদয়ার শ্রীদেবী নোয়াতিয়া নামে ৪০ বছরের এক জনজাতি মহিলা।

এফিডেভিট

আমি রুমি বেগম, বয়স-২৯, স্বামী- ঝুটন মিয়া, নিবাস-রাজনগর, মসজিদ রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০১। আমার সমস্ত কাগজপত্রে রুমি বেগম নামের জায়গায় রুমা বেগম ছিল। তাই এক নোটারিমূলে রুমি বেগম নামে পরিচিত হয়েছি। তাই এখন থেকে রুমা বেগম এবং রুমি বেগম একই ব্যক্তি।

স্বাক্ষর
রুমি বেগম

াঙ্গন

অম্বিকার ১৪৮ রান, পায়েলের ৫ উইকেট
ব্লাড মাউথের ঝড়ে মৌচাক তছনছ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ব্লাড মাউথের রানের পাহাড়ে চাপা পড়ে মৌচাক ভেঙে একেবারে ছন্নছাড়া অবস্থা। ১৮ ওভার খেলে ১৩ রানে ইনিংসে শেষ করে মৌচাকের মেয়েরা চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতারও পরিচয় দিয়েছে। সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সোমবার ধামুটিয়ায় তালতলা স্কুল মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। টস জিতে ব্লাডমাউথ শিবির প্রথমে ব্যাট করে। সুযোগটাকে দারুন ভাবে কাজে লাগায় অধিনায়কা অম্বিকা দেবনাথ। একা অম্বিকাই মৌচাকের বোলারদের রীতিমতো তুলো ধুনো করে দুর্দান্ত মেজাজে নিজের শতরান পূরণ করেন। অম্বিকা ১২৮বল খেলে ২৪ টি চারের সাহায্যে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৪৮ রান। এছাড়া দেবাদৃতা দেব ১৮, অনামিকা দাস ৪১, পূজা পাল ২৪, শিল্পী দেবনাথ ১৫ রান করেন। সুবাদে ৪৩.৩ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাবের স্কোর দাঁড়ায় ২৮৮ রানে। মৌচাকের পক্ষে বল হাতে অঙ্কিতা তাঁতী চারটি এবং দুটো করে উইকেট নেন তানিয়া দেব ও বিজলি দাসরা। জয়ের জন্য মৌচাকের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২৮৯ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। এই চাপ আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। শেষে ১৮ ওভার কোনো ক্রমে খেলে সব উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩ রানই করতে সক্ষম হয় মৌচাক দল। বিজয়ী দলের হয়ে পায়েল নম: ৩ রানের বিনিময়ে পাঁচটি ও প্রিয়া ত্রিপুরা ৩ টি উইকেট নিতে সক্ষম হন। সুবাদে ২৭৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় হাসিল করে নিলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। অম্বিকার ব্যাটে প্রায় দেড়শ রান এলেও দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ পায়েল নমঃ পায় প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্লাব
লীগ টুর্নামেন্ট শুরু আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকে ই শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট। সমীরণ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে এই টি-টোয়েন্টি ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। এই লীগ কাম নকআউট টুর্নামেন্টের সূচিও কদিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমেই অংশগ্রহণকারী ১৪ টি ক্লাব দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

গ্রুপে এ-তে যারা খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, কসমোপলিটন, চলমান সংঘ, ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি), মৌচাক, সংহতি এবং শতদল সংঘ। গ্রুপ বি-তে যারা খেলবে স্ফুলিঙ্গ, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি), ব্লাড মাউথ, বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি), পোলস্টার, হার্ভে এবং ইউনাইটেড বিএসটি। টি-টোয়েন্টি খেলা। লীগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আগামীকাল শুরু হবে, চলবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। দুটি গ্রুপ থেকে চারটি করে আটটি দলের মধ্যে কোয়াটার ফাইনালের ম্যাচ হবে ১৫ এপ্রিল, নকআউট পদ্ধতিতে। অতঃপর সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ রাখা হয়েছে যথাক্রমে ১৭ ও ২১ এপ্রিল। যদিও কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের ক্ষেত্রে পরবর্তী দিনটিকে রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডে হিসাবে। লীগ পর্যায়ের খেলায় কোনও দিন কমপক্ষে দুটি ম্যাচ এবং সর্বাধিক ছয়টি ম্যাচেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। খেলা হবে তিনটি মাঠেই টিআইটি গ্রাউন্ড, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড এবং এমবিবি স্টেডিয়াম।

প্রথম দিন আগামীকাল সাড়ে আটটায় কসমোপলিটন খেলবে মৌচাকের বিরুদ্ধে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সংহতি খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে এবং এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড বিএসটি খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় টি আই টি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্লাড মাউথ খেলবে বিসিসি-র বিরুদ্ধে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ ও জেসিসি পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

অনূর্ধ-৯ রাজ্য দাবায় সেরা পীতম্বর, নাভ্যিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো পীতম্বর দেবনাথ এবং নাভ্যিয়া দে। রাজ্য অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতায়। দুদিনব্যাপী আসর শেষ হয় সোমবার। রাজ্য দাবা সংস্থা আয়োজিত আসর হয় এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে। বালক বিবাগে হয় ৫ রাউন্ডের খেলা। তাতে সাড়ে ৪ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিলো পীতম্বর এবং আদ্রুষ কর্মকার। পরে ভোকলসে আদ্রুষকে পেছনে ফেলে রাজ্য সেরা হয় পীতম্বর। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ভোকলসে তৃতীয় ও চতুর্থ হয় যথাক্রমে শুভায়ন দাস, রোহিল সাহা এবং সাড়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থান দখল করে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রুদ্রজিৎ পাল। বালিকা বিভাগে ৪ রাউন্ডে সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নাভ্যিয়া দে। ৩ পয়েন্ট পেয়ে আদ্রিজা সাহা দ্বিতীয়, আড়াই পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় থেকে অঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে নীলাক্ষি দেবনাথ, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির শিবাদ্রিতা দেবনাথ এবং মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অবান্তিকা চক্রবর্তী। আসর পরিচালনা করেন নির্মল দাস। আসর থেকে দুবিভাগে প্রথম ২ স্থান পাওয়া দাবাড়ুরা জাতীয় আসের কেলার যোগ্যতা অর্জন করলো।

জয়ের ধারা অব্যাহত এডি নগর পি.সি-র
আবারও ১০ উইকেটে পরাজয় অনুরাগীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফলাফলের পুনরাবৃ। টি-টোয়েন্টি আসরের মতই দশ উইকেটে বিশাল জয় পেয়েছে এডি নগর প্লে সেন্টার ক্রিকেট অনুরাগীকে হারিয়ে। এর মধ্য দিয়ে এডি নগর প্লে সেন্টার জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে প্রথম ম্যাচে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি কে ৫ উইকেটে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে সোমবার ক্রিকেট অনুরাগী কে দশ উইকেটে হারিয়েছে। টিসিএ পরিচালিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দাপুটে জয় অর্জন করলো এডি নগর প্লে সেন্টার। এদিন শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে ক্রিকেট অনুরাগীর মুখোমুখি হয় এডি নগর। ম্যাচে এডি নগর ১০ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ক্রিকেট অনুরাগীকে।

টস জিতে এডি নগর দল প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটাকে কাজেই লাগাতে পারলো না ক্রিকেট অনুরাগীর ব্যাটসমেনরা। ক্রিকেটপ্রেমীরা বলাবলি করছেন, ব্যাটে রান নেই, নাকি রানে মন নেই। ২১.৫ ওভার খেলে ১০ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ক্রিকেট অনুরাগীর দাঁড়ায় মাত্র ১১ রান। দলের একজন ব্যাটসম্যানও ভরসা যোগাতে পারেনি। বল হাতে এডি নগরের পক্ষে পারমিতা চক্রবর্তী ৩টি, হিরামনী গৌর ২ টি এবং একটি করে উইকেট নেয় প্রিয়াংকা আচার্য , প্রিয়া সরকাররা। পাল্টা খেলতে নেমে এডি নগর দল মাত্র ৩.৪ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো।

সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো দল। বিজয়ী দলের পক্ষে হিরামনি গৌড় প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

প্রত্যাশিত জয় ছিনিয়ে অনূর্ধ ১৩
রাজ্য ক্রিকেটে সদর-বি চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয়-ই পেয়েছে সদর বি দল। একাধিক খেলাতেই সদর এ দলের মধ্যে কিছুটা খামতি ধরা পড়েছিল। ফাইনাল ম্যাচে সেটাই যেন বাস্তবায়িত হলো।

টিসিএ পরিচালিত অনুর্ধ ১৩ রাজ্য ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শিরোপা দখল করলো সদর বি দল। সোমবার রানীরবাজার মাঠে নির্ণায়ক ম্যাচে সদর বি দল মুখোমুখি হয় সদর এ দলের। ফাইনাল ম্যাচে সদর বি দল ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো সদর এ দলকে।

টস জিতে সদর বি দল প্রথমে ফিল্ডিং করে।

ব্যাট করতে নেমে সদর এ শিবির ৩৪.২ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৮১ রান। ব্যাটে দলের হয়ে রাহুল মিয়া ২৭, রণদীপ দাস ১৩, অঙ্কিত দাস ১২ রান করে।এছাড়া আর কেউই ভরসা যোগাতে পারেনি।

অতিরিক্ত থেকে দল পায় ১৪ রানের ভরসা। বোলিংয়ে সদর বি দলের পক্ষে ক্রিস ভৌমিক ৪ টি, অয়ন দেবনাথ ৩টি , আইজেক দেববর্মা ২ টি এবং ময়ুখ চৌধুরী ১ টি উইকেট নেয়। পাল্টা খেলতে নেমে সদর বি দল ৩০.৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে ময়ুখ চৌধুরী ৩০, বেদব্রত বণিক ১৩, দেবব্রত রুদ্র পাল ১১, নিলেশ সূত্রধর ১৭ রানে অক্ষত থাকে।

সুবাদে অনায়াসেই চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে নিলো সদর বি দল। বিজয়ী দলের পক্ষে ক্রীশ ভৌমিক ১৯ রানে ৪টি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 2 April 2024, Tuesday আগরতলা ২ এপ্রিল ২০২৪ ইং, ■ ১৯ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ সরকারের প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১ এপ্রিল।। প্রয়াত জননেতা তথা বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ সরকারের প্রয়াণ দিবসে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। পাশাপাশি এদিন প্রয়াত বিধায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাধারঘাট মন্ডলের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে আয়োজন করা হয়েছে।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন জননেতা হিসেবে যে গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলি প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ সরকারের মধ্যে ছিল. তিনি সংগঠনের বাইরেও বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের জনগণের জন্য অনেক কাজ করেছিলেন। তিনি আসলেই প্রকৃত জননেতা ছিলেন।

উত্তরাখণ্ডে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হিঃ স) : ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বর্ষীয়ান নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডে একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেবেন। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পক্ষ থেকে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে সোমবার এই তথ্য জানানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী আগামীকাল সকাল ১০টায় উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে বিজেপির একটি জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন।উল্লেখ্য, ১৯ এপ্রিল উত্তরাখণ্ডের মোট পাঁচটি লোকসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হবে।

উৎকল দিবস-২০২৪ উদযাপন

ওড়িশার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে সমাদৃত ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ১ এপ্রিল।। মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওড়িশা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 'উৎকল দিবস' পালন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল 'চাকাদোলা' নামে একটি মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, উৎকল উৎসবে অংশ নিতে পেরে তিনি আনন্দিত। রাজ্যপাল বলেন, ওড়িশার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে সমাদৃত। তিনি ওড়িশার শিক্ষা পরিকাঠামো, ওডিশি নৃত্যকলা, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোনারকের সূর্য মন্দির, চিল্কা হ্রদ, শিমলি পাল ন্যাশনাল পার্কের বিশেষত্বের কথাও তুলে ধরেন।
উৎকল দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ওড়িশা সমাজ ত্রিপুরার মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ড. এস কে প্রতিহারি। তিনি সংগঠনের গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য ২০ হাজার টাকা দান করেন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ওড়িয়া সমাজ ত্রিপুরা-র সচিব প্রফেসর আর কে মহাপাত্র সংগঠনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি বিষ্ণুচরণ পতি। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ড. শরৎ কুমার দাস। উৎকল দিবস উদযাপন উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নাকা পয়েন্টে পুলিশী তৎপরতা জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আন্তঃ রাজ্য নাকা পয়েন্টগুলিকে আরো জোরদার করা হয়েছে। যেকোনো তরুণের বেআইনি কাজকর্ম প্রতিহত করার লক্ষ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার পর সার্বিকভাবে রাজ্য পুলিশ এবং আধা সামরিক তৎপরতা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলার সাথে একদিকে আসাম , একদিকে মিজোরাম এভাবে মোট নয়টি নাকা পয়েন্ট রয়েছে বহির রাজ্যগুলি থেকে রাজ্যে প্রবেশ করার এবং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহি রাজ্যে যাওয়ার। এই নয়টি নাক পয়েন্টে পুলিশী তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পার্শবর্তী আসাম এবং মিজোরাম রাজ্যের সাথে ত্রিপুরার পুলিশ সুপার পর্যায়ের তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।তাছাড়া রাজ্যগুলির সাথে ডিজিপি পর্যায়ের মিটিং ও সম্পন্ন হয়েছে। আজ অর্থাৎ সোমবার চিফ সেক্রেটারি লেভেলের মিটিং উত্তর প্রবাহ অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মূলত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এবং লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং মহিরাজ্য থেকে কোন ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে এবং পাশাপাশি নেশা জাতীয় দ্রব্য বীর রাজ্যে পাচারণা হতে পারে তার জন্য এই নাকা পয়েন্টগুলি জোরদার করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের নাকা পয়েন্টগুলি কেও সরাসরি পুলিশ জোরদার করছে বলে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন। তাছাড়া নেশা জাতীয় দ্রব্যের পাশাপাশি কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র যাতে এই সময় নাকা পয়েন্টগুলি দিয়ে পারাপার না হতে পারে তার উপর ও একটু নজর রাখা হচ্ছে বলে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। সার্বিকভাবে মানুষকে সুষ্ঠ এবং নিরাপত্তা দিয়ে ভোট গ্রহণ করব সম্পন্ন করা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। প্রশাসন এসব বিষয় নজর রেখেই কাজ করে চলেছে।

লোকসভা ভোটের জন্য বাড়ল স্কুলের গরমের ছুটি

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা ভোটের জন্য বাড়ল স্কুলের গরমের ছুটি। ৬ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত ছুটি থাকবে স্কুলে। সোমবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।১৯ এপ্রিল থেকে রাজ্যে লোকসভা ভোটের প্রথম দফা। প্রথম দফার জন্য ১৬ থেকে ২০ এপ্রিল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে সব স্কুল বন্ধ। দ্বিতীয় দফার জন্য ২৪ থেকে ২৭ এপ্রিল দার্জিলিং, কালিম্পং, দুই দিনাজপুরে স্কুল বন্ধ।তারপরে আরও পাঁচ দফার ভোট রয়েছে রাজ্যে। সেই সময় গরমের ছুটিও পড়ে স্কুলগুলিতে। এমনিতে ১০ দিনের ছুটি থাকে, এবার তা ২২ দিনের হচ্ছে। ভোটের জন্য এবার গরমের ছুটি ১২ দিন বাড়ল।যেহেতু স্কুলগুলিতে ভোটকেন্দ্র হবে। স্কুলে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী ভোটের কাজে দূরে যাবেন, বস্ত থাকবেন, সেই ভেবেই গরমের ছুটি বাড়িয়ে দেওয়া হল। ২০ মে পর্যন্ত ছুটি থাকার কথা ছিল। ফলে এবার ৬ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত ছুটি থাকবে।

মনুভ্যালি চা বাগানে আদিবাসী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর প্রাণের উৎসব শুরু

আগরতলা,১ এপ্রিল: মনুভ্যালি চা বাগানে আদিবাসী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর প্রাণের উৎসব শুরু হয়েছে। এ নিয়ে বিশেষ করে চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।
ত্রিপুরা চা শ্রমিক উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে এ বছর হামদের পরব পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই বছর হামদের পরব অনুষ্ঠিত হয় তা মনুভ্যালী চা বাগান এলাকার সতের নম্বর মাঠে। রাজ্যের তথা কৈলাসহরের বিভিন্ন চা বাগান এলাকার আদিবাসী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর প্রাণের পরব।প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকহাজার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটে। এই বছর হামদের পরবে। কৈলাসহর সহ বিভিন্ন চা বাগান এলাকার প্রায় সতের টি সাংস্কৃতিক দল তাদের নিজের নাচ ও গান পরিবেশন করেন। চা বাগান এলাকার বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের যেমন উরাঙদের কুরুখ ভাষায় ঝুমুর নাচ ও গান, মুন্ডাদের মুন্ডারী ভাষায় ঝুমুর, করম গান, সাঁওতালি একক নাচ, চা বাগানের প্রচলিত ভাষা ছিলো মিলো ভাষায় লাঠি নাচ,। স্বরচিত কবিতা পাঠ ইত্যাদি নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় অনুষ্ঠানে।অনুষ্ঠান শুরু হয় মনুভ্যালী চা বাগান এলাকার সতের নম্বর এলাকার মুন্ডা সম্প্রদায়ের করম নাচ ও গান দিয়ে। এরপর সমস্ত উপস্থিত সবাই মাঠে স্থাপিত সমস্ত আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একে একে বিভিন্ন চা বাগান এলাকার মোট ২১টা টিম তাদের নাচ গান পরিবেশন করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মূর্তিছড়া চা বাগান এলাকার মধুমিতা বাউরী।
দুপুরে উপস্থিত সমস্ত শিল্পী ও দর্শকদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা হয়। হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। এই বছর হামদের পরবে। ছোট ছোট দোকানিরা দোকান নিয়ে আসেন। চা বাগান এলাকার বসবাসরত সকল আদিবাসী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর প্রাণের পরব হামদের পরবে সমিল হয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন সবাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে এবং অংশগ্রহণ কারী ১৫৫ জন শিল্পীদের হাতে মেলামাইনের থাল পুরুস্কার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। পুরুস্কার গুলো শিল্পীদের হাতে তুলে দেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত মনুভ্যালী চা বাগান এর কর্মী হামদের পরব এর শুভানুধ্যায়ী শেখর পুরকায়স্থ,। চা শ্রমিক উন্নয়ন সমিতির সমরা মুন্ডা, সনাতন বাউরি প্রমুখ।

২০১৪ সাল থেকে মোদীর কাজ দেখে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন : জি কিষাণ রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): ২০১৪ সাল থেকে মোদীর কাজ দেখে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন, এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।
লোকসভা নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন তেলেঙ্গানায় একথা বলেন তেলেঙ্গানার বিজেপি প্রধান রেড্ডি। তিনি বলেন, সড়ক, বিমান, রেল সবক্ষেত্রেই উন্নয়ন ঘটেছে এখন। বিশ্বের সামনে ভারতের মাথা উঁচু হয়েছে, ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালের আগে দেশের কী পরিস্থিতি ছিল আর এখন দেশের কী পরিস্থিতি, সবদিক বিচার করে ও ভাবনাচিন্তা করে আমি দেশের মানুষকে ভোট দিতে অনুরোধ করছি। মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা কেমন ছিল, উন্নয়ন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নই বা কেমন ছিল, যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল সবদিক দেখে বিচার করা উচিত। সড়ক, বিমান, রেল সবক্ষেত্রেই উন্নয়ন ঘটেছে এখন। বিশ্বের সামনে ভারতের মাথা উঁচু হয়েছে, ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাচারকালে ১৯ কেজি গাঁজা সহ আটক দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় গত দুদিনে নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। নির্বাচনী পুলিশি নাকা পয়েন্টের পর আজ আবারো পুলিশি নাকা পয়েন্টে গাড়ি তল্লাশি করে উদ্ধার হল গাঁজা।নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ নাকা পয়েন্ট তৈরি করে তল্লাশি অভিযান জোরদার করলেও গাঁজা পাচারকারীরা তাদের গাঁজা পাচার বাণিজ্যে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। সোমবার দিন তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার জাতীয় সড়কে হাওয়াইবাড়িতে পুলিশী নাকা পয়েন্টে অটো থেকে উদ্ধার হয় ১৯ কেজি শুকনো গাঁজা। নাকা পয়েন্টে অটো চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় চম্পকনগর থেকে দুইজন মহিলা তেলিয়ামুড়া আসবে বলে গাড়িতে উঠে। পুলিশ গাঁজা সহ দুজন মহিলাকেই আটক করে। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে গতকাল রবিবার তৃষাবাড়ি নাকা পয়েন্ট এবং রাত্রে হাওয়াই বাড়ি নাকা পয়েন্টেও গাজা উদ্ধার হয়।

বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন সাংসদ-অভিনেতা অনুভব মোহান্তি

ভুবনেশ্বর, ১ এপ্রিল (হি. স.): ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই ভাঙছে ওডিশার শাসকদল বিজেডি। কিছুদিন আগেই বিজু জনতা দল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন কটকের সাংসদ ভর্তৃহরি মহতাব। এবার একই পথে হাঁটলেন ওডিশার অভিনেতা তথা কেন্দ্রপাড়ার বিজেডি সাংসদ অনুভব মোহান্তি। আগেই শাসক দল বিজেডির সঙ্গ ছেড়েছিলেন তিনি। সোমবার দিল্লির বিজেপি সদর দফতরে গিয়ে যোগদান করলেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে।
বিজেডি ছাড়ার পর অনুভব বলেন, গত চারবছর পরে দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই বিজেডি ছাড়লাম। উল্লেখ্য, ওডিশায় লোকসভার সঙ্গেই বিধানসভার ভোট হবে। ভোটের আগে বিজেডির একাধিক নেতা বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। যা নিয়ে কার্যত ঘুম উড়েছে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের।

জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজোও চলবে হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি. স.): এলাহাবাদ হাইকোর্টের পরে সুপ্রিম কোর্টেও ধাক্কা খেল জ্ঞানবাপী মসজিদ কর্তৃপক্ষ। বারাণসীর জ্ঞানবাপী তহখানা---য় পুজো, আরতি চালিয়ে যেতে পারবেন হিন্দুরা। সোমবার মুসলিম পক্ষের আর্জি খারিজ করে এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। তবে মসজিদ চত্বরে হিন্দুপক্ষের ধর্মীয় আচার পালনের বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুপক্ষের পুজো-আরতির পাশাপাশি, মুসলিমরাও জ্ঞানবাপীতে নমাজের আয়োজন করতে পারবেন।
জ্ঞানবাপীর 'তহখানা'য় পুজোর অনুমতির বিষয়ে মুসলিম পক্ষ দ্বারস্থ হয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টে। তখন হাইকোর্ট জানিয়েছিল, তহখানায় পুজো চলবে। এরপর মুসলিম পক্ষ মামলা করে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেও পুজো বন্ধের আবেদন খারিজ হয়ে গেল।আদালত জানিয়েছে, যে তহখানায় পুজো হয় এবং যেখানে মুসলিমরা নমাজ পড়েন, দুটো আলাদা জায়গা। দক্ষিণ দিক থেকে হিন্দুরা ঢুকতে পারবেন তহখানায় এবং নমাজ পড়ার জন্য মুসলিমরা উত্তর দিক দিয়ে ঢুকবেন। শীর্ষ আদালত বলেছে, দক্ষিণ দিকে পুজোপাঠ হলে উত্তরের দিকের মুসলিমদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাই বেঞ্চ বলেছে, এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন যেন না হয়। আমরা বলতে চাই, নমাজ নমাজের মতো চলবে। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে পুজোও হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়েছে লোকসভা ভোটের পর আগামী জুলাই মাসে।

পুড়ে ছাই জমির ফসল

গাজোল, ১ এপ্রিল (হি.স.) : মালদার বাবুপুর বাজার সংলগ্ন ডিপ টিউবওয়েল মোড় এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই প্রায় ৪০ থেকে ৫০ বিঘা জমির গম। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। হঠাৎ করেই গমের জমিতে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয়রাই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। খবর দেওয়া হয় গাজোল থানায় এবং দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় গাজোল থানার আইসি চন্দ্রশেখর ঘোষাল সহ পুলিশ বাহিনী। দমকল আসার আগেই প্রায় ৪০ থেকে ৫০ বিঘা জমির পাকা গম পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

শ্রীলঙ্কায় আটকে থাকা তামিলদের ফেরাতেই কাচাথিভু দেওয়া হয় শ্রীলঙ্কাকে: চিদাম্বরম

শিবগঙ্গা, ১ এপ্রিল (হি. স.): ভোটের আগে কাচাথিভু দ্বীপ নিয়ে সরগরম জাতীয় রাজনীতি। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এই দ্বীপ চলে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার হাতে। এই অভিযোগ তুলে কংগ্রেস ও ডিএমকে-কে তুলোধনা করছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে এবার সাফাই দিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম।
চিদাম্বরমের দাবি, বিজেপির পুরো অভিযোগই ভিত্তিহীন। প্রধানমন্ত্রী মোদী যে অভিযোগ তুলছেন তা সাম্প্রতিকতম আরটিআই-এ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ২০১৫ সালের ২৭ জানুয়ারি তথ্যের অধিকার আইনে বলা হয়েছিল কেন ১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালে এই চুক্তি হয়েছিল।
তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সীমানা অনুযায়ী দ্বীপটি শ্রীলঙ্কার পাশে ছিল। চুক্তি অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধী ওই দ্বীপটিকে শ্রীলঙ্কার অন্তর্গত করান, কারণ ৬ লক্ষের বেশি তামিল মানুষ তখন শ্রীলঙ্কায় আটকে ছিলেন। এই চুক্তির মাধ্যমে তাঁরা এই দেশে আসতে পেরেছিলেন। এখন তাঁরা স্বাধীনভাবে এই দেশে বাঁচতে পারছে।
প্রসঙ্গত, এই চুক্তির মাধ্যমে রাতারাতি কাচাথিভু দ্বীপটি শ্রীলঙ্কার হয়ে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কাচাথিভু দ্বীপ নিয়ে বাকযুদ্ধের পিছনে রয়েছে দক্ষিণের ভোট রাজনীতি। যদিও এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম বলেন, কাচাথিভু দ্বীপ বিতর্ক লোকসভা নির্বাচনে আইএনডিআই জোটকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করবে না।

ঝড়ের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিকে স্বাভাবিক রাখতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ঃ রাজস্ব সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। গত ৩০ এবং ৩১ মার্চ রাজ্যে কালবৈশাখী ঝড়ের তান্ডব, বজ্রবিদ্যুৎ ও বৃষ্টির কারণে রাজ্যের ৭টি জেলা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিকে স্বাভাবিক রাখতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত নজর রাখছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এই বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন।
তিনি জানান, কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে রাজ্যে মোট ৮০০ টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ৬২টি, মারাত্মকভাবে ১৬১টি এবং আংশিক ৫৭৭টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাছ, বিদ্যুৎ খুঁটি এবং বিদ্যুতের তার পরে ৪২টি এলাকার রাস্তা আটকে যায়। ২০৫ টি

এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তবে জেলা প্রশাসন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের তৎপরতায় তা অনেকটাই সাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, উদয়পুরে একজনের মৃত্যু হয়েছে।
সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব আরও জানান, জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ ভারতের নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণবিধির নির্দেশিকা অনুসারে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, ৫০টি পরিবারেরও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ইতিমধ্যেই ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। বাকি ক্ষতিপূরণ ঝড়ের ক্ষতির মূল্যায়ন করে প্রদান করা হবে। তিনি জানান, তেলিয়ামুড়া ব্লকে একটি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। এই ত্রাণ শিবিরে ৭টি পরিবারের ২৩ জন সদস্য রয়েছে। খোয়াই জেলা প্রশাসন থেকে সেইসমস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণ প্রদান করা হয়েছেন। বিপর্যয় মোকাবিলায় দ্রুত ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার কাজের জন্য জেলা প্রশাসনকে এস ডি আর এফ থেকে মোট ৫৫.৩৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।সচিব জানান, কালবৈশাখী এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতির জন্য জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য পর্যায়ে প্রস্তুতি সভা করা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের সাথেও প্রস্তুতি সভা করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ আচার্য, স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট প্রজেক্ট অফিসার শরৎ দাস।

গরু পাচারকাণ্ডে পুলিশের জালে আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ এপ্রিল।। রাজ্যে গরু পাচার চক্রের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। বিশেষ করে ঈদের মুহূর্তে ত্রিপুরার সীমান্ত দিয়ে প্রচুর পরিমাণে গরু বাংলাদেশে প্রতিবারেই পাচার হয়ে থাকে। গরু পাচার রোধে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জনগণের তরফ থেকে বারবার দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছে। তাতে নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন। উত্তর জেলা, ঊনকোটি জেলা সহ সোনামুড়া বক্সনগর এলাকা সহ রাজ্যে যে গরু পাচারকারী চক্র সক্রিয় রয়েছে তার এক পান্ডাকে ধর্মনগর থানার পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। সর্বশেষ গ্রেপ্তার করেছে কৈলা শহরের ফুলবাড়ি কান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুন্দর মিয়াকে।
প্রথমে লিটন দাস ওরফে নান্টু তাকে পানিসাগর মহাকুমার রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজের বাড়ি থেকে ২৬ মার্চ অর্থাৎ রং খেলার দিন গ্রেপ্তার করাতে হয়েছিল। তাকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ৩৮২এফ ৩৫৩ ৩৪ আইপিসি এবং ইলেভেন ডি অফ এনিমেল প্রটেকশন অ্যাক্ট তা ছাড়া সেক্টর এন্ড ড্যামেজ অফ পাবলিক প্রপার্টির ধারা প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য চব্বিশ মার্চ ধর্মনগরের আনন্দবাজার এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে যখন দুটি পিকআপ গাড়িতে মোট নয়টি মহিষ ধরা পড়েছিল।
সেই ঘটনাকে সাঙ্গ করে প্রথমে লিটন দাস তারপর তাদের মাস্টারমাইন্ড সুন্দর মিয়াকে পুলিশের জালে তুলে আনলো উত্তর জেলার পুলিশ। এইসব গরু মহিষ কারবারীদের কারণে উত্তর তথা সারা রাজ্য নাজেহাল এখন লিটন দাস, সুন্দর মিয়া ধরা পড়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে আরো কোন কোন মহারথী এ পাচার বাণিজ্যের সাথে যুক্ত এক এক করে পুলিশের জালে চলে আসবে বলে উত্তর জেলা পুলিশ প্রশাসনের ধারণা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।